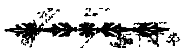
# যম-জব্দ।

( প্রহসন )



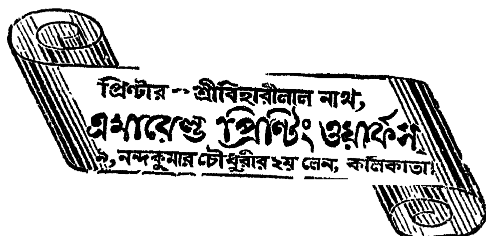
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল

মূল্য এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা।
৬ নং, দীনবন্ধু লেন।
দীনধাম হইতে প্রকাশিত





# নিবেদন।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রণীত, যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া, এই যম-জব্দ প্রহসন প্রণীত হইল। এখন পুস্তকখানি যদি পাঠকের প্রীতিপ্রদ হয় তবেই আনন্দ ও সুখের বিষয়; নচেৎ গ্রন্থখানি আমার আক্কেলের শ্রীচরণে, সেলামিরূপে অর্পিত হইবে। সংসারে এরূপ সেলামি অনেকেই দিয়া থাকেন। ইহা কিছু নূতন নহে। ইতি

দীনধাম
কলিকাতা
১৯১৭ খৃঃ অঃ।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মিত্র



[illegible] মানু।



# উৎসর্গ পত্র।

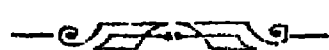
আমার এক ভ্রাতার একটী পৌত্র আছে, তাহার নাসিকাটী দীর্ঘ দেখিয়া তাহার নাম রাখিয়াছি নাকু। নাকু জন্মাইবার সপ্তদশ দিবস পরে, আমার একটী পৌত্র হইয়াছিল। তাহার পদ্মপলাশনিভ প্রশান্ত হরিণ-নয়ন অবলোকন করিয়া নাকুর অনুকরণে তাহার নাম রাখিয়াছিলাম চকু। চক্ষুরত্ন তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই, সকল মায়া মমতা ছিন্ন করিয়া, আত্মীয় স্বজনের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া, আমাদিগকে শোক-সন্তপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। সৌম্য, শান্তশ্রীসম্পন্ন, প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি, জলভরা তালশাঁসের মতন ঢল ঢল তাহার মুখখানি সকলকেই মোহিত করিয়াছিল। সে আমার, আমার কেন, সকলেরই বড় আদরের ছিল। তবে আমার প্রতি সে অতিরিক্ত রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমায় পাইলে সে আর কিছুই চাহিত না। শিশু-সন্তান মায়ের কোল পাইলে আর কিছুই চায় না; কিন্তু সে আমার কোল পাইলে, পিতা মাতা প্রভৃতি যাবতীয় প্রিয়জনকে ভুলিয়া যাইত। সে সদাই আমার কোলে কোলে থাকিত। তাই তাহার ছবি আমার ছবির কোলে রাখিয়া, এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। গ্রন্থখানি অন্য সকলে যত্ন করিয়া না রাখিতে পারে, কিন্তু আমি ত রাখিব, তাহা হইলেই তাহার মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি-পথে চিরস্থির থাকিবে। এখন তাহার মূর্ত্তি মনে হইলে শোকের মধ্যে কেমন যেন একটু শান্তির ভাব আসিয়া পড়ে। সময়, শোকতাপের একমাত্র লোপকর্ত্তা। পাছে সময় তাহার মূর্ত্তিকে আমার স্মৃতিপথে স্থায়ী হইতে না দেয়, সেই জন্য তাহার স্মৃতি রক্ষার্থে, এই পত্রে তাহার বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়া, এই গ্রন্থ তাহারি নামে উৎসর্গ করিলাম। ইতি।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মিত্র।

# যম-জব্দ

( প্রহসন )

## প্রথম অঙ্ক।



### প্রথম গর্ভাঙ্ক।



বৈতরণীর তীর।

যমদূত ও তৎপত্নীগণ।

রং-বেরঙ্গের রোগ রচনা, আস্তে মানুষ যমপুরে,
কেউ হারে, কেউ বা জিনে, দেশ-বিদেশে ফেরে ঘুরে।
আবল তাবল পাগল বকে, মাথায় ধরে দপ্‌দপানি,
অন্ধ কালা ছানি চোখে, দাঁত শুলিয়ে কন্‌কনানি,
নেচে কুঁদে বেড়ায় ছেলে, হঠাৎ ধরে ডিপ্‌থিরিয়া,
অকেজো ডব্‌কা মেয়ের, নভেল পড়ে হিস্‌টিরিয়া,
লিভার পিলে অগ্রমাস, কাউকে মারে ডিসেন্‌টারি,
মুন্‌সেফ্‌ সবজজের পেটে, সুগার ফ্যাক্টারি,
কালান্ত কলেরা করে, "ডেঙ্গু চন্দ্র হাড়ভাঙ্গা",
প্লেগের প্রতাপ বড়, কুঁচকি ফুলে হয় রাঙ্গা,
ইনফ্লুয়েঞ্জায় যবু থবু, বেরিবেরি অন্তরে মারে,

শিবের অসাধ্য রাখা, ক্ষয় কাশিতে ধরে যারে,
শয়ের উপর সাতডিক্রি, ম্যালেরিয়ায় থার্ম্মামাট,
ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় বাবু ভায়া, খুঁত্‌খুঁতিয়ে বৃষ কাট,
ফোড়া পেকে টন্‌টনানি, বাতের ব্যথায় টেঁকা ভার,
ক্যান্‌সার কার্ব্বঙ্কল্‌, করে কুষ্ঠ কদাকার,
ফুলিয়ে মুখ করে ঢোল, এরিসিপিলাস,
বেঞ্চে বসার আশে নাশে, রোগের বিকাশ,
অস্থির পঞ্চম করে, কানের ভিতর কট্‌কটানি,
কলিক পেনে কাবু করে, কাটা পাঁঠার ছট্‌ফটানি,
কালাজ্বর মৌরুসি নিয়ে, যখন বসে শিকড় গেড়ে,
এলো' হোমো' ব্রহ্মচারি, দেয় বদ্দি হকিম হাল ছেড়ে,
ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া, হাঁপানিতে হাঁপায় সারারাত্‌,
আর বাত শ্লেষ্মা জ্বর বিকারে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কুপোকাৎ,
টাইফয়েড্‌ সর্ব্বনেশে, কখন বাঁকে বুঝা ভার,
আপনি সারে তবেই ভাল, ডাক্তারের চেষ্টা সার,
ছিল ভাল হঠাৎ হ'লো, মাথার মধ্যে রক্তপাত,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে উপে গেল, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
কোটর ছেড়ে কোলাই পোকা, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবে,
হবে সকল রোগের আবির্ভাব তাহার প্রাদুর্ভাবে,
অসুখ বিসুখ হচ্চে শুধু, স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্‌,
কামারের ঘা' যুদ্ধে মরে, লাখের উপর লাখ,
যখন, কোমর বেঁধে এরা সবে, বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
তখন, তোমার আমার জান বেরুবে, আস্তে মানুষ যমপুরে

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



যমরাজ প্রাসাদের সম্মুখস্থ পথ।

( বসন্ত ও কলেরার প্রবেশ )

বসন্ত। কিহে ভায়া অবসর নিয়ে এলে নাকি ?

কলেরা। আমার কি ভাই তোমার মতন জোর বরাত যে একবার মাত্র খেটে খুটে ছ'বৎসর ফার্লো পাব। আমার কি আর ছুটি আছে, যেন ডাকঘরের চাকরি। সারা বৎসরটাই দিনরাত খেটে খেটে খুন। স্বদেশ হ'য়েছেন যেন ভাদ্রবউ, দেখাও নাই শুনাও নাই। তোমার কি বল; বাঁধা গরু খায় দায় আর বসে বসে মোটা হয়। এই করে গতরখানা বানিয়েছ মন্দ নয়। ভুঁড়িটিও বাগিয়েছ বেশ!

বসন্ত। এই পেট্‌টা মোটা হ'য়েই তো মাটি করেছে; লোকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারে যে গায়ে গত্তি লেগেছে।

কলেরা। তা' ঠিক্, ঐ পোড়া পেটেই তো ধরা পড়ে।

বসন্ত। আচ্ছা তা' না হয় এবার হ'তে পেট পোড়া খাওয়া যাবে। কিন্তু বলি ছুটি লও নাই তো এলে কি করে ?

কলেরা। বাঙ্গালা দেশে দেখ্‌লাম বড় বড় হোম্‌রা চোম্‌রা কোম্পানীর চাকর, যাদের কাজ দেশ-বিদেশে তদন্ত করে ঘোরা, তা'রা তদন্তের নাম করে প্রিয়জন সন্দর্শনের জন্য বাড়ী যায়, অবসর পায় না, তবে স্বকৃত অবসর গ্রহণ করে।

বসন্ত। ওঃ, তুমি ফরাসি ছুটির কথা বল্‌চ, তা' তোমার সে ছুটির দরকার কি ? তুমি বাঙ্গালার রাজা, সেইখানেই তোমার সব।

কলেরা। দেখ ভাই, আমি আমার নিজের কোন কামনা সাধনা কত্তে আসি নাই, আমি পরোপকার সাধনের চেষ্টায় এসেছি। মর্ত্ত্যলোকে দেখ্‌লাম যমরাজদূতগণ বড়ই বিপদাপন্ন, তা'রা একটি মৃতদেহ খুঁজে পাচ্চে না, খুব সন্ধান কচ্চে; শুন্‌লাম যমরাজের কাছে সে খবর কে বেনামি করে পাঠিয়েছে; যা'তে দূতগণের কিছু অনিষ্ট না হয় সেই চেষ্টা তোমায় কত্তে হবে।

বসন্ত। সে কি, লাস পাওয়া যাচ্চে না! এত বড় আশ্চর্য্যের কথা! শুনেছি আজকাল যারা লাস করে তা'দেরই পাওয়া যায় না। তা' যাই হোক, এখন দেখ্‌ছি বিপদের উপর বিপদ।

কলেরা। কেন, তোমাদের আবার কি বিপদ?

বসন্ত। এখানেও এক তাজ্জব ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে। জনকয়েক সধবা মিলে এক দরখাস্ত করেছে যে, তা'রা স্বামীর বিরহ-যন্ত্রণা আর সহ্য কত্তে পাচ্চেনা, তাদের মর্ত্ত্যে ফিরে যেতে দেওয়া হোক।

কলেরা। বলি, শুধু দরখাস্ত করেছে, মঞ্জুর তো হয় নাই। দরখাস্ত কর্‌লেই যদি মঞ্জুর হ'ত তা'হ'লে আর ভাবনা থাকতো না। তা'হ'লে চেয়ে চেয়ে না পেয়ে না পেয়ে কংগ্রেসের অমন অকালে গঙ্গাযাত্রা হ'ত না। ওসব আজগুবি কথা ছেড়ে দাও। মিছা চিন্তা করিও না।

বসন্ত। না, চিন্তা করিনি, তবে কি জান, কলিকাল কখন যে কি হয় বলা যায় না। আমরা খেটে খুটে এত কষ্ট করে লোকগুলোকে এখানে আন্‌ব, আর তা'রা যদি এক কথায় চলে যায়, তা'হ'লে আমাদের ব্যবসাটা মাটি নয় তো আর কি?

কলেরা। আমাদের ব্যবসা মাটি করে কে? চলনা বাঙ্গালায় চল। দুই ভায়েতে কোমর বেঁধে লাগা যাবে এখন। দেখি, কে কি করে? কলিকাতা কুপোকাৎ করে দেব।

বসন্ত। আজকাল নাকি সেখানে বড় কড়াকড়ি। কলিকাতায় নাকি তোমায় আমায় নজরবন্দী করে রাখ্‌বার জন্য বড় চেষ্টা চল্‌ছে!

কলেরা। সেটা কথার কথা। শুধু কাগজে কলমে। অন্নদান বড় জবর দান। আমাদের দমনের জন্য অনেক লোকজন আছে সত্য কিন্তু তা'রা তো আর বে-অকুব নয় যে আমাদের পথ বন্ধ করে নিজেদের অন্নপথ বন্ধ কর্‌বে।

বসন্ত। তা'রা তো তবে বড় বিশ্বাসঘাতক!

কলেরা। বিশ্বাসঘাতক কেন, ডিপ্লোমাট। পলিসি ডিপ্লোমাসি তো আর গালাগালির কথা নয়। অনেক লজিক ফিলজফি পড়ে এ সব শিখ্‌তে হয়। যেখানে ফিলজফি সেইখানেই এই ডিপ্লোমাসি। এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত জার্ম্মাণী, কেন না, সেইখানেই আজকাল ফিলজফিরও চূড়ান্ত হয়েছে।

বসন্ত। ও নিষ্ঠুর বর্ব্বর জাতির কথা ছেড়ে দাও। কাজের কথা কও। বলি আজকাল ব্যবসাটা চল্‌ছে কেমন?

কলেরা। একেবারে বোম্বাই মেল। পাছে আমাদের আদর আহ্বানের ত্রুটী হয়, আমরা যেখানে সেখানে না যাই, সেইজন্যে যা'দের উপর আমাদের শাসনের ভার তা'রাই আমাদের বডিগার্ড। কা'রো সাধ্য নাই যে আমাদের গায় হাত দেয়। আমরা যা' ভালবাসি তা'র কোনটার কোথাও অভাব নাই।

রাস্তা ঘাটে জঞ্জাল।
ঝড়ের আগে ধূলিজাল॥
মেঘ ডাক্‌লে কোমর জল।
ট্যাঙ্কে ঢুঁ ঢুঁ গঙ্গা জল॥
ড্রেনের গন্ধে টেঁকা ভার।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার॥

বৃষ্টি হ'লে দয়ে কাদা।
মরা ইঁদুর গাদা গাদা॥
গোয়াল আস্তাবলের ঝাঁজ।
জ্বালিয়ে মারে সকাল সাঁজ॥

বসন্ত। তা' ভাই যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুলও তো আছে? ঘরের খেয়ে বনের মো'ষ তাড়ানর দল, তা'রা কি ঘাস খায়?

কলেরা। ঘাস খায়, কি গোছা বাঁধা নারিকেল পাতার শির খায়, সে তা'রাই জানে। তবে আমি জানি যে তা'রা ঘরের খেয়ে বনের মো'ষ তাড়ানর অছিলায় যাতে ঘরের খাওয়াটা ভাল রকম করে হয় সেই চেষ্টাতেই বিব্রত। তোমার আমার কি প্লেগ দাদার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে না। শুধু খোঁচা মারে। এ সেই বাঘের কিসে কি লাগে ঠিক যেন তাই। একটু হৈ চৈ মাত্র।

বসন্ত। মিছে কথায় দেরি হ'য়ে গেল, রাজসভায় যেতে হ'বে; চলনা একবার সভাটা দেখে আস্‌বে।

কলেরা। তা'রপর যখন নজরে পড়ে পয়জারের চোটে পাঁজর ঝাঁজর করে দেবে তখন কি দাদা তুমি গিয়ে ঠেকাবে। তা' হয় না। কপালে নাই তা' কি কর্‌বো বলো। আজকাল নাকি সভার শোভা বড় মনলোভা হ'য়েছে।

বসন্ত। তাই বটে, আজকাল আর সেকাল নাই। এখন নূতন কায়দায় সভা সাজান হ'য়েছে। হাল আইনে নাম হ'য়েছে দরবার ঘর। বর্ব্বর জার্ম্মাণের দৌরাত্ম্যে ফ্রান্স ও বেলজিয়ম হইতে আগত অনেক অপ্রাপ্য অভিনব অমূল্য সুন্দর দ্রব্য সামগ্রীতে দরবার ঘর পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটী নাই। রাত্রে সভার বৈঠক হয়। অসংখ্য বেলোয়ারি ঝাড়ে বিজুলি বাতির আলোকে সভা ঘর ঝল্‌মল করে। যেন একেবারে

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট। "দেওয়ালে নৈপুণ্য কুশল শিল্পীশ্রেষ্ঠ ম্যাকেব বিনির্ম্মিত ঘুঘু ঘড়ি; কয়েকখানি সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনোপযোগী মুকুর, কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ, কারণ কালান্তক মহোদয় একদিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করে ইংরাজি দশ ঘণ্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন। আলেখ্যগুলি অতীব সুন্দর, বোধ হয় অমরাবতী প্রতিম লণ্ডন নগরের যাবতীয় নাট্যশালা ললামভূতা মহিলাকুল যমালয়ের আলেখ্যে বিরাজিত।" কলিকাতার কতিপয় মহানুভবের ফটোগ্রাফ্ দেওয়ালের গায় ঝুলান হ'য়েছে।

কলেরা। মহানুভবের কথায় মনে পড়ে গেল, আসিবার সময় দেবতা পাড়ায় দেখ্‌লাম মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বসন্ত। সে এক বড় মজার কথা। বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়াছেন যে কলিকাতায় কোন কোন প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাম্ভিক আত্মম্ভরি লেখক ও সমালোচক ব্যঙ্গ্যপূর্ণ প্রশংসা যথার্থ বোধ করিয়া স্ফীত বক্ষে অপুত্রক বঙ্কিমের শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার শিব সন্নিধানে এই আবেদন যে ঐ কয়েকজন লেখক ও সমালোচক অনধিকারচর্চ্চা দোষে দণ্ডিত হইয়া অত্র রাজ্যে আনীত হউক।

কলেরা। তা'রপর।

বসন্ত। তা'রপর অন্য এক মহানুভব দয়ার সাগর পণ্ডিত মহোদয়ের পরামর্শে তিনি সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহোদয় তাঁহাকে বলিয়াছেন "তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি অপুত্রক এখানে আসিয়াছ। নতুবা এখানে বসিয়া অনেক সুখাদ্য তোমায় গলাধঃকরণ করিতে হইত, আর অনেক মিষ্ট কথা কর্ণগোচর করিতে হইত।"

কলেরা। সে কথা খুব ঠিক। কুপুত্র হওয়া অপেক্ষা অপুত্রক থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়। কুপুত্র বেটাদের উপর এখন হইতে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। তবে ভাই আমি আশা করি শীঘ্রই তোমার সহিত কার্য্যস্থানে দেখা হইবে।

বসন্ত। যা'বার সময় হ'লেই যা'ব। এখন দেখি কি হয়। ঐ দেখ কা'রা আস্‌ছে। চল সরে' পড়ি। [ উভয়ের প্রস্থান ]

কুপুত্রগণের প্রবেশ।

কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়
প্রাণপণ কুপুত্র কারণ।
কুপুত্র কুশল তরে জননী সকলি করে
হাসিমুখে, না মানে বারণ ॥
আধ আধ বুলি যা'র শুনিলে শ্রবণে মা'র
অগাধ আনন্দ হ'ত মনে।
তা'র মুখে কটু কথা শুনে মা'র প্রাণে ব্যথা
কত যে লেগেছে হয় মনে ॥
কুপুত্র আমরা যত কাঁদায়েছি মাকে কত
সেই পাপে নরকে আবাস।
মাতৃমনে দিয়ে দুখ হারায়েছি সব সুখ
কুকাজের দিতেছি নিকাশ ॥
যাতনা দিয়েছি যত প্রতিফল পাই তত
কি ভীষণ যম নির্য্যাতন।
প্রচণ্ড উত্তপ্ত তেলে ছ্যাঁক্ করে দেয় ফেলে
থাকে জ্ঞান অসহ্য তাড়ন ॥

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যমরাজ সভা।

যম। মুন্সিপ্রবর চিত্রগুপ্ত, অদ্যকার বিশেষ কার্য্য কি ?

চিত্র। ভগবন্, অদ্য পি এণ্ড ও কোম্পানির ষ্টিমারে ও জেপ্‌লিন যানে দুইখানি পত্র এসেছে। একখানি আমাদের সরকারী চিঠি ও অপরখানি একটি বেনামী দরখাস্ত।

যম। এ পত্র কোথাকার ?

চিত্র। উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত ও জরুরি শব্দাঙ্কিত।

যম। সরকারী চিঠি কাহার ?

চিত্র। শ্রীমান প্লেগচন্দ্র কর্ম্মে বাহাল হইয়া অবধি বিংশতি বৎসর ধরিয়া যে কার্য্য করিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইয়াছে।

যম। প্লেগের রিপোর্ট অগ্রে পাঠ কর।

চিত্র। মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত সংহার নিরত মুদ্‌গর-হস্ত রাজাধিরাজ মহোদয় অপ্রতিহত প্রতাপেষু,

অধীনের নিবেদন এই যে শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় হইয়া প্রথমে বোম্বাই নগরে উপনীত হইলাম। সেখানে প্রায় সমুদয় লোক—স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দীন, শিশু, স্থবির, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টিয়ান, ভাটিয়া, সুরটি আমাকে মহা সমাদরে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক প্রদান করিল। অন্যূন নবতি পারসেণ্ট আমার অমিত তেজে অভিভূত। বোম্বাই নগরে অবস্থান কালিন অনুচরবর্গের দ্বারা বোম্বাই হইতে

মান্দ্রাজ অবধি সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় করিলাম; পরে ডায়মণ্ড জুবিলি দেখিতে রাজধানী মহানগরী কলিকাতায় আসিয়া পড়িলাম। সেখানে রথ সন্দর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে আশাতীত কদলি বিক্রয় করিলাম। একেবারে যেন প্রলয় কাণ্ড হইয়া পড়িল। প্রায় সকলেই আমার হাত এড়াইবার জন্য নগর ত্যাগ করিয়া ম্যালেরিয়া দাদার করকবলিত হইল, গাড়ি ভাড়া এক টাকার জায়গায় দশ টাকা হইয়াছিল। কলিকাতার বড় বাজারে মাড়োয়ারি পটীতে আমার আদর অভ্যর্থনা বিশেষরূপে হইয়াছিল। তবে ঐ স্থানের এক একমেবাদ্বিতীয়ং স্বনামধন্য যুবা পুরুষের ন্যায় অমিততেজসম্পন্ন প্রবীণ বৈদ্য আমার বিশেষ প্রতি-বন্ধকতা করিয়াছিলেন, সে কথা আমার স্মরণ রাখিতে হইবে। পরে, কলিকাতায় আফিস রাখিয়া, সমগ্র বাঙ্গালা পরিভ্রমণ করিলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ইষ্টার্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ের দুই পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রদেশ সম্পূর্ণ অধিকৃত করিয়াছি। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া অস্মদের শাসনাধীন করিয়াছি। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কৃতকার্য্য হইয়াছি। অধুনা নির্বিবাদে রাজ্য চলিতেছে। শত্রুপক্ষ ক্যাম্প ট্যাম্প উঠাইয়া লইয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। ইতি, শ্রীপ্লেগচন্দ্র কুঁচ্‌কিফোলা।

যম। রিপোর্ট শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্টচিত্ত হইলাম। প্লেগচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে তাহার বীর কীর্ত্তিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। শিব চতুর্দ্দশীর রাত্রে তাহার অসংখ্য অনুচরবর্গকে একধার থিকে "কেয়া বাহাদুর" খেতাব দেওয়া হইবে। আর তাহাকে "ছাই" আর কি দিব; সে যাহা করিয়াছে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং তাহাকে "ক্যায়সি এস ভাই" বলিয়া তাহার গলায় তারা-খচিত ভারতমালা পরাইয়া দিবেন। এক্ষণে বেনামি পত্র পাঠ করিয়া আমার চিন্তা দূর কর।

চিত্র। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ যমরাজ মহোদয় অখণ্ড প্রবল প্রতাপেষু,

গতকল্য লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমিদার মহাশয়ের লোকের সহিত, প্রমাদ নগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরি জমিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা, গড় গোয়ালা, দেশোয়ালী জমায়েৎ বস্ত হইয়াছিল; অনেকগুলি লোক হত হইয়া ধান্য ক্ষেত্রে পড়ে, কিন্তু সকলকেই মহারাজের দূতেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে। কেবল একজনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। চৌধুরি মহাশয়ের সদর নায়েব নব চাটুর্য্যে এক জন গড় গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির ঘায়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন; কিন্তু রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ এমত গুপ্তস্থানে লুক্কাইত করিল যে আপনার দূতেরা ও আপনার প্রতিকৃতি লোচনপুরের পুলিস ইন্স্‌পেক্‌টারের লোকেরা তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নায়েব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর বড় আটচালার পশ্চিম পার্শ্বের কামরায় একখানি দড়ি দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাপড়ে ঢাকা আছে। যদি পত্র পাঠ সেইখানে দূত প্রেরণ করেন, নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা। ইতি।

যম। দরখাস্ত শুনিয়া যা'রপর নাই উৎকলিকাকুল হইলাম। হে মুন্সিশ্রেষ্ঠ, এ দুরূহ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। না জানি কি সর্ব্বনাশ আমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রলয় ডিপার্ট-মেণ্টের অধ্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব শুনিলে আমাকে কি আর আস্ত রাখিবেন। এক সেট্ দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণ কর। তাহাদের বলিয়া দাও যেন রজনী মধ্যে এই নায়েবের মৃতদেহ আমার সমক্ষে

আনয়ন করে। তাহারা যদি পিতৃদেবের গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে তাড়ি খাইতে জোড়ে জোড়ে নয় আনা করিয়া পয়সা দিব। আজ এইখানেই সভা ভঙ্গ কর।

চিত্র। যে আজ্ঞা মহারাজ, এই দণ্ডেই বেহারা পাঠাইতেছি।

যম। শঙ্কর সহায়। মৃতদেহ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। দণ্ড কখন পাইব না, ( সকলের উত্থান ) যাই এখন বিশ্রামলাভের চেষ্টা করিগে।

[ সকলের প্রস্থান ]

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যমপুরীর কক্ষ।

( কৌচ লইয়া ভৃত্যগণের প্রবেশ ও শয্যারচনা )

১ম ভৃ। দ্যাখ্‌ ভাই, এই যমের জ্বালায় অস্থির। শালা সেখানেও যেমন এখানেও তেমনি। অমন শোবার ঘর থাক্‌তে বল্লে কিনা এইখানে বিছানা কর; আরাম করিব। আরাম কর্ব্বি কর্‌ তা' আমাদের ব্যায়রাম ঘটাস কেন? বেটা আবার একটা ছোকরা চাকর এনেছে; তা'কে আবার কায়দা করে ডাকা হয় "বোয়্‌"। কি বজ্জাত, বুড় মানুষ থাক্‌তে কচি মানুষ খায়।

২য় ভৃ। না ভাই, নিমোকহারামি কত্তে চাই না। বেটার যে কিছু ভারি দোষ আছে তা' বল্‌তে পারি না। নরক থিকে এনে ঘরের কাজে লাগিয়েছে। বাজারের পয়সা চুরি কর্ত্তাম, তা'ই কিছুদিন নরক

ভোগ কত্তে হ'লো, তা'র পর প্রাণ দিয়ে মনিবের সেবা করেছি তা'ই বেঁচে গেলাম। ঠিক বিচারই করেছে। আর বুড়ো কচির কথা যা' বল্‌চ, সেটা যেন আপনার বেলায় আঁটিসুঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি। কচি পাঁটা ফেলে কেউ কি ভাই বোকা পাঁটা খায়? মাগো, যে গন্ধ, তা' যাক্‌ ও কথা থাক্‌। আবার কখন কে এসে পড়্‌বে। সরকারের নিন্দায় কাজ কি! এখনি পাকড়াও করে নজরবন্দী করে রাখ্‌বে; আর সাত ঘাটের জল খাওয়াবে। অন্য কথা ক'।

১ম ভূ। আচ্ছা, তাই ভাল; আয় এক কাজ করি, ঠাকুর বেটাকে হাত করা যাক্‌। বেটার চা'ল চুরি দেখেও দেখ্‌ব না। তা' হ'লে খাবার সময় বেশ একটু যুত পাওয়া যাবে।

২য় ভূ। শুধু পেটের ভাবনা ভেবে কি মজা হয়; একটু রকম সকম চাই।

১ম ভূ। যদি রকম সকমের কথা তুল্লি তো বলি শোন্‌; গিন্নিমাগীর সেই পেয়ারের ঝি, ঐ যে কেলোদের কচিপিসি, আজ দুপুর বেলায় খেয়ে দেয়ে, পান চিবিয়ে গাল ট্যাপা করে, হেলে দুলে হেঁসে' হেঁসে' চোখ ঘুরিয়ে আঃ কি বল্‌ব, নিরিবিলিতে যে কথা কচ্ছিল, যেন গোলাপি-গাণ্ডেরি! ভাব্‌লাম বুঝি কপাল ফির্‌লো; তা' এমনি বরাত, ঠিক সময় বুঝে গিন্নিমাগীর তলব পড়্‌ল, আর বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল।

২য় ভূ। তা' যাক্‌, আভাস তো পেয়েছিস্‌। আশায় বাঁচে চাষা। এখন ঐ চোখ ঘোরান দেখেই মাথা ঘোরাতে হ'বে। নিখরচায় সিদ্ধির নেশায় মজগুল হয়ে মজা মারা যাবে।

১ম ভূ। চুপ চুপ; আর মজা মেরে কাজ নাই। ঐ আস্‌ছে।

[ প্রস্থান ]

( যমের প্রবেশ, কৌচে শয়ন ও নিদ্রা )

( নিয়তির আবির্ভাব )

নিয়তি। যা' হবার হ'বে তবে ছাড় না ভাবনা।
মিছে ভেবে কেন দেবে মরমে যাতনা॥
বিধিলিপি খণ্ড করা কা'রো নয় সাধ্য।
নিয়তি নিয়ম কভু কা'রো নয় বাধ্য॥
মাধব মাতুল যা'র পিতা ধনঞ্জয়।
অকালে কালের করে কবলিত হয়॥
অগাধ আনন্দ সীতা কৌশল্যার মনে।
কোথা রাম রাজা হ'বে কোথা গেল বনে॥
বেহুলার দুঃখ দেখে বুক ফেটে যায়।
লৌহ ঘরে ঢুকে' সাপ লখিন্দরে খায়॥
বাসর শ্মশান হ'ল কপালে লিখন।
কপালের জোরে পুন পতি সম্মিলন॥
কোর না কোর না কভু কোনও কামনা।
ভেব না পাইব এটা সেটা তো পা'ব না॥

[ অন্তর্ধান ]

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লোচনপুর কাছারি বাড়ীর বড় আটচালা।

( চারপায়ায় নব চাটুর্য্যে নায়েবের মৃতদেহ )

কর্ম্মচারি। আমরা প্রবলপ্রতাপ পতন রায়ের কর্ম্মচারি। আমাদের চোখে ধূলো, আমরা তো আর খবর রাখিনি। আমরা টিকটিকির বাবা গিরগিটি। দারোগা ম'শায় এ গুপ্তস্থানের খবর পেয়েছেন। তাঁ'র এখানে আস্‌বার আগেই লাস স্থানান্তরিত কত্তে হচ্চে। ওরে, কে আছিস্ জন চারেক এদিকে আয়।

( চারিজন বেহারার প্রবেশ )

ধরাধরি করে' এই লাসটা গোয়াল বাড়ীর দিকে নিয়ে আয়। আমি সেই দিকেই যাচ্চি। [ প্রস্থান ]

১ম বেহারা। চারপয় ধরুচি কাঁহি কি? লাস উঠা, লাস উঠা। মনিব বলিল লাস উঠা।

২য় বেহারা। ধরত ভাই, ধরত ভাই।

৩য় বেহারা। হঃ ধরত ধরত করচু, ধরচু কই।

৪র্থ বেহারা। এঃ মড়া বড় ভারি, মড়া বড় ভারি। চারপয় স্কন্ধাপরি হইত তো উত্তম হইত।

সকলে। পানকি ছাড়কি মুরদ বহুচি।
মনিব হুকুম তামিল করুচি ॥
ভয় কি ভাই রাখিবে জাত।
কৃপার সিন্ধু জগড় নাথ ॥

[ লাস লইয়া প্রস্থান ]

( কুড়রামের প্রবেশ )

কুড়। নারায়ণ নারায়ণ শিব শম্ভো! In one birth কত কাণ্ডই হ'ল। পাড়াগাঁয়ে পাঠশালে পাঠ সাঙ্গ করে' কলিকাতায় গেলেম for right hand business, চাকরি জুটলো এটর্ণির সার্ভিং রাইটারি। এমন কাজ নেই যা' করি নি। ডুবুরি নাবা'লে Mother Ganges এর পেটে ঢের নুটিস জারির নুটিস পাওয়া যায়। মিথ্যা কথা অঙ্গের অভরণ। লেখা পড়ার বড় ধার ধারিনে, তবে দেখে শুনে ইংরিজিতে এমন উৎপত্তি হ'ল যে, বড় বড় বারিষ্টার টিকিট কিনে আমার ইংরিজি শুনিতে চাইত। একবার এটর্ণি-বাবু কৌন্সিলের কাছে কন্সাল্‌টেসন কত্তে যান, সাহেব বল্লে তোমার কেরানীকে পাঠিয়ে দাও। তা'র ইংরিজি বড় সুইট হার্ট; যাক্ সে সব কথা। শেষে false personificationএর দায়ে, সহর ছেড়ে জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকিচি। হেয়ার রাইপিং হ'তে চল্ল, এমন ফিয়ারিং ফাইট তো কখন দেখিনি। পভন রায়ের গোমস্তা! কত লুট পাট কত্তে হয়। কিন্তু এমন ফ্যাসাতে তো কখন পড়িনি। দাঙ্গার হাঙ্গামে আদায়ের টাকা শুদ্ধ বাক্সটী গিয়েছিল আর কি! আহা! আমার কত আদরের বাক্স। আমার প্রাণ প্রেয়সি, ও পাড়ার পদী পিসিও এত লাভারিং নয়। এতে কত প্রজার কাচা থিকে আদায় করা খাজানা স্থান পেয়েছে। এ আমার বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের আইরন-চেষ্ট! বেজায় বকেয়া বাক্স!

ছ্যাদা হয়েছে তবু ছাড়িনি। গালা দিয়ে আরসুল্লা ব্রাদার-ইন-লার শুভাগমন shut your tongue করে দিয়েছি! বাক্‌স তো নয় যেন আমার আইডোলটারি। শ্বেত চন্দন রক্ত চন্দন আর হলুদের অর্দ্ধচন্দ্র গায়ে আঁকা, যেন চোরকে হাফ্ মুন্ দেবে বলে বাগিয়ে রয়েছে। বাক্‌স আমার মনিহারির দোকান। কি জানি কখন কি দরকার হয়, এতে সব রেখেছি। কাগজ, কলম, কালি, স্ঁচ, স্তা, বাতি, দেকাটি, খড়কে, মায় নুন পর্য্যন্ত আছে। কি জানি যদি কখন রাস্তায় কচি শশা পাই তো নুন দিয়ে খাই। বড় হয়রাণ হয়েছি। একটু সিলিপিং করা যাক্। ঐ চারপায়াখানায় চাদর মুড়ি দিয়ে, বাক্‌সটাকে বালিসে ট্যান্‌সেলেসন্ করে শোয়া যাক্।

( শয়ন ও নিদ্রা )

( যমালয়ের বেহারাগণের প্রবেশ )

১ম বেহারা। হ্যাদে ভাই, মুন্‌সি ঠাউর যেমন কয়ে দিয়েলো সেই পথ ধরে' ধরে'ই তো আলাম। তা' কই তো লাস দেখ্‌চিনে।

২য় বেহারা। স্মুন্দির ভাই যেন চকির মাতা খাইচে।

৩য় বেহারা। এই তো সেই আটচালার পশ্চিমির কামরায় আলাম। ঐ চারপায়ায় কাপড় ডাকা কি রইচে খ্যাক্‌চিস না?

১ম বেহারা। খ্যাক্‌চি মোর মাতা, আর তো স্মুন্দির মুণ্ডু! লাস লইতে আইচ! ফরর্ ফরর্ ফরাৎ, ফরর্ ফরর্ ফরাৎ, করে নাক ডাক্‌তিছে শোন্‌চ না।

৪র্থ বেহারা। নাক ডাক্‌তিছে তো নাক ডাক্‌তিছে, তা' তো স্মুন্দির কি? মুন্‌সি ঠাউর যা' হুকুম লাগায়েছে তাই কর্, না কর্‌বি তো গর্দ্দান দিবার পার্‌বি?

সকলে। হুঃ হুঃ আর মিছামিছি কেজিয়ে করবার কাজ কি? চারপায় ধরে ওডারেই লয়ে চল।

( চারপায় ধরিয়া )

যমের চৌকি ধূলো দেবা পুঙ্গীর পুত হালা।
লোহার ঘর ভাঙ্গি মোরা কিসের আটচালা॥
হাজির করে যমদ্বারে দেখ্‌ব ভাঁটী যত।
পেট্‌টা ভরে খাঁটী খাব লুট্‌বো মজা কত॥
খেঁদির মাকে আঁখি ঠেরে বল্‌বো বার বার।
আমার মত মিন্‌সে যা'র ভাবনা কিলো তা'র॥

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



যমরাজপুরীর প্রান্তরস্থ পথ।

( পতিতা কামিনীগণের প্রবেশ )

আগে যদি জান্তে পেত এখানে এমনি গুঁতো
পাপের পেশা কেউ নিত না।
কুলেতে কলঙ্ক কালি পিতৃ-মুখে চূণ কালি
মায়ের বুকে শেল দিত না॥
অন্দর বাহির ভিন্ন পুণ্য শূন্য দেহ ঘৃণ্য
যা'র খাই তা'কেই মজাই।
হোমরা চোমরা বাবু হাবু ডুবু কচ্চি কাবু
শেষ ভিটেতে ঘুঘু চড়াই॥

পচা চিংড়ি টোকো পান্ত খেয়ে তাই হ'য়ে শান্ত
বাবুর কাছে চাল দেখাই।
মুখে সদা নাই নাই এটা চাই ওটা চাই
না দিলে বাপন্ত করে থাই॥
ভিটে মাটি চাঁটি কোরে সর্ব্বস্ব যতন করে
দিচ্চে, তবু মনটী ভরে না।
মনের মানুষ যা'রা শুধু হাতে এসে তা'রা
আদর পায় যতন করে না॥
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্চে হেথা নিত্য নিত্য
চক্ষে স্ূঁচ বিঁধে দিচ্চে কত।
অগ্নিকুণ্ডে মুণ্ডপাত খাদ্য দ্রব্য দিবা রাত
নাগরে হুঙ্কার করে যত॥

[ প্রস্থান ]

কুড়রামকে চারপায় করিয়া বেহারাদের প্রবেশ।

১ম বেহারা। ভাই আর পারচি না। এই থান্ড়া ভূঁই দে।

২য় বেহারা। কাঁধটা ফুলে যেন ঢিবিপানা হইচে। ভুঁই দে। ভাই ভুঁই দে। ( চারপায় ভূমিতে রাখিয়া দেওন )

৩য় বেহারা। ওঃ দরদরিয়ে ঘাম ঝর্‌ছে। চ' চখে মুখে জল লাগাইয়া আসি।

৪র্থ বেহারা। জল লাগাইলে তো আর প্যাট্‌ ভরবে না। ঐ দকান থিয়ে চা'ল ডা'ল হাঁড়ি খরিদ করে প্যাট্‌ পূজার ফিকির করা যাক্‌। এক লহমায় ফের্‌ব এহন, সব ঠিক করা আছে। রাজার বেহারা রাজার বন্দোবস্ত। যা'ব ল'ব আর আস্‌ব!

[ সকলের প্রস্থান ]

( যমরাজ প্রাসাদের নহবত বাজনায় কুড়রামের নিদ্রাভঙ্গ )

কুড়রাম। ( আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া খট্টাঙ্গোপরি উপবেশন ও চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ) এ কোথায় এলাম বাবা! নট্ নোন্ কান্ট্রি, কেউ কোথাও নেই, নট্ নড়ন্ চড়ন্ নট্ কিচ্ছু! ব্যাপার খানা কি। রামনাথ চৌধুরির কাছারিতে চুরি করে আন্‌লে নাকি? গুমি করে রাখবে! ফোজদুরিতে ফেল্‌ব, সহজে ছাড়্‌ব? কিড্‌নাপিন্, কম্‌ফাইন্, চুরি করে এনেচে থিপিং চার্জ্জও দেব। কিন্তু কই, কেউতো ঘেরে নাই, লাঠিয়াল সড়্‌কিওয়ালা কেউ নেই! ঐ যে কেবল ক'বেটা বেহারা এই দিকেই আস্‌ছে, ওদের এক একটি চপেটাঘাতে land sign করে দেব। একটু মটকা মেরে থাকা যাক।

( বেহারাদের বাজার লইয়া প্রবেশ )

১ম বেহারা। এই গাছতলায় সব থুয়ে দে। হাঁড়ি আকায় দিয়ে লাস পৌঁছে ফের্‌বার মুখে খাওয়া দাওয়া কর্‌বো এনে।

( চারপায়া ধরিতে অগ্রসর )

কুড়। ওরে নচ্ছার বেটারা, প্রাণের ভয় থাকে তো চারপায়ার নিকট আর আসিস্ না। আমি পতন রায়ের প্রধান পাটোয়ারি। আমি কি তোর রামনাথ চৌধুরিকে ভয় করি? এই দণ্ডে তোদের কাছারি বাড়ীতে আগুন দিয়ে ফায়ার-ওয়ার্ক লাগিয়ে দেব। আমার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় ( ভয়ে বেহারাদের পলায়ন, একজন খাটীয়ার পাশে কাঁপিতে লাগিল, পলাইতে পারিল না ) একি এ, একজন হর্স্ রেসের মতন ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল। দু'বেটা ডোম্ কাক হয়ে কা—কা করিতে করিতে আকাশে উড়ে গেল। কি ভীষণ ব্যাপার! কোথায় এলাম! পরী জিনির পাল্লায় পড়িলাম নাকি? রাম্ রাম্ রামায়ণ রামায়ণ!

৪র্থ বেহারা। মশাই গো, এটা চৌধুরিদের কাছারি বাড়ী নয়, এটা যমপুরী। মোরা নব ঠাকুরকে আন্‌তি গিয়েলাম, তা' ভুল করে তোমারে এনে ফেলেচি, মারামারি কর্‌বেন না, মোরে যা' বল্‌বে মুই তাই কর্‌বো।

কুড়রাম। তাইতো এ যে অকূল পাথারে পড়্‌লাম। একেবারে ক্যাট্‌লাণ্টি কোসান। হোপ্‌লেস কেস। দেখ্‌ছি সকাল হয়েছে। এখনই যমরাজের কাছে যেতেই হ'বে। তা' হ'ক, বিপদে আকুল হলে চল্‌বে না, স্থির হ'য়ে ফন্দি আঁট্‌তে হ'বে। আগে আহারের চেষ্টা ; পেটে খেলে পিঠে সয়। ওরে বেটা, হাঁড়ি কুঁড়ি বাজার তো সব ঠিক দেখ্‌চি, রাঁধ্‌বে কে ?

৪র্থ বেহারা। এজ্ঞে করেন তো মুই রসুই কত্তি পারি।

কুড়রাম। জেলে এসে caste judgement C. A. V. কত্তে হ'বে। যতক্ষণ পারি জাত বেচারাকে বাঁচিয়ে রাখি। বেটাকে দিয়ে খিঁচুড়ি ভোগের চেষ্টা করা যাক্। তখন আপনি নাবিয়ে নেব। দেখ্ এক কাজ কর্।

৪র্থ বেহারা। হুজুর !

কুড়রাম। উনুনে আগুন দিয়ে হাঁড়িটা চাপিয়ে দে।

( বেহারার তথা করণ )

হে ভূতভাবন ভবানিপতি আমায় উদ্ধার কর! Beg your pardon কচ্চি Sir। আমার কোন দোষ নাই। আমি Not guilty, My Lord. যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ এনে যমই সেসন কেসে পড়েছে। আমায় উদ্ধার কর, আমি তোমায় প্রণাম করি। আমি নব-বিধানে তোমার পূজা দিব। এমন suffering তোমায় কেউ কখন দেয় নাই। My Lord, আমায় উদ্ধার কর, আমি তোমায় প্রণাম করি।

আমি ভিনোরিয়াল্ পাউডারে তোমার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিয়া দিব, তোমায় আর ছাই ভস্ম মাখিতে হইবে না। আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় উদ্ধার কর, আমি তোমায় প্রণাম করি। হেয়ার কাটারের বাড়ী গিয়ে, পেছন কামিয়ে সাম্‌নে ছেঁটে, চোক ঢাকা বাঁহুরে ছোঁড়াদের শ্রাদ্ধ করিয়ে, শচী-বিলাসে তোমার কেশ বিন্যাস করে দেব। তোমায় আর জটাজূট বইতে হ'বে না। আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় উদ্ধার কর, আমি তোমায় প্রণাম করি। বিয়ার, ব্রাণ্ডি, স্যাম্‌পিন, সেরিতে রম্ দিয়ে পঞ্চ্ করে, তোমায় অঞ্জলি দেব, তুমি তর্ হয়ে যাবে; তোমায় আর গাঁজা ভাঙ্গের ছোট নেশা করিতে হইবে না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় উদ্ধার কর, আমি তোমায় প্রণাম করি। হ্যামিল্‌টনের হীরের হারে তোমায় Embrace করিব; তোমাকে আর হাড়মাল পরিতে হ'বে না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় উদ্ধার কর, আমি তোমায় প্রণাম করি। ঐ নধর দেহ, শ্বেত অঙ্গ, বেনারসী সাচ্চা জোড়ে সাজিয়ে দেব, তোমায় আর বাঘছাল পরিতে হইবে না। আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় উদ্ধার কর, আমি তোমায় প্রণাম করি। চা'ল কলা মোণ্ডা ফেলে, কারি কোর্ম্মা, কোপ্তা কাবাব্, কট্‌লেট্, অম্‌লেট্, পোলাও দিয়ে, ডিসের উপর ডিস্ সাজিয়ে, Her Majesty নৈবেদ্য দিব, তোমার সরল প্রাণে আর গরল খেতে হবে না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় উদ্ধার কর, আমি তোমায় প্রণাম করি। তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই। My Lord! যেখানে যে ভাল সামগ্রী আছে, I am instructed to সকলি তোমায় সাজা'য়ে দিই; সাদরে তব চরণে Foot note করি, তুমি আদরে Petition granted করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় উদ্ধার কর। তোমায় at your

service যতই কেন দিই না, তা'র অন্ত নাই। শেষ নাই, ভোলানাথ ভুল হ'লে ক্ষমা ভিক্ষা দিও। আমি তোমার পূজায় সব দেব :—

সরভাজা সরপুরি কৃষ্ণনগরের।
সুতারে সুগন্ধে মন মুগ্ধ সকলের ॥
বর্দ্ধমানে মিহিদানা সীতাভোগ তাজা।
খিরে ফেলে খাবে সুখে চাঁদসাই খাজা ॥
জনায়ে জনমে যত ভাল মোনোহরা।
চিনির খোলস্ খুলে হয় মন-হরা ॥
দখিনে বারুইপুরে খাসা ভাবা দই।
পয়রাগুড়েতে ফেলে খাবে লুচি খই ॥
ভাঙ্গা ভাঙ্গা খই মোয়া নাম খইচুর।
ধনেখালি খ্যাত তাহে আর শান্তিপুর ॥
রসে ভরা কাঁজি পান্তু রাণাঘাটে খায়।
চাপ দিলে রস ছুটে তীর বেগে যায় ॥
প্রকাণ্ড সে কাণ্ড ধন্য বহরমপুর।
আধমুণে ছানাবড়া রসে ভরপুর ॥
ঢাকার অমৃতি ভাল ঢাকাই পরটা।
দমদমে নিম্‌কি বড় মস্ত কটা কটা ॥
রসকরা রসে গড়া নারিকেল সার।
কচুরি সিঙ্গারা রাজভোগ দানাদার ॥
দেদো মণ্ডা গ্রামে গ্রামে মিষ্টান্নের রাজা।
পক্কান্নও মন্দ নয় যতক্ষণ তাজা ॥
এইবার চল যাই কলিকাতা ধাম।
মিষ্টি কত দৃষ্টি হ'বে সৃষ্টি ছাড়া নাম ॥

সন্দেশ, আবার খাব, মাছ ডিম চপ্ ।
রাতাবি, বাদামতক্তি, মুণ্ডি ধপ্ ধপ্ ॥
আহ্লাদি, কমলালেবু, আতা, আম, খুরি ।
কামরাঙ্গা, তালশাঁস, দিব ঝুড়ি ঝুড়ি ॥
অবাক, গোলাপি পেঁড়া, জামাই সোহাগ ।
নারিকেল ছাপা, যবে পূজা যোগ-যাগ ॥
তত্ত্বের গোলাপফুল, নৈবেদ্য রঞ্জন ।
চিনি বেশী ছানা কম যে মন-রঞ্জন ॥
বরফেতে ঢাকা হিমসাগর সন্দেশ ।
মনমোহিনী খিলি, সুন্দর দরবেশ ॥
নিখুঁতি পেরাকি প্যাড়া সোঁদা মুগ নাড়ু ।
গুঁজিয়া, গোলাপজাম, ক্ষির সর নাড়ু ॥
ছানার জিলেপি সর-মোহন ঘিয়র ।
রসগোল্লা ছুড়ে দেবে মুখের ভিতর ॥
জীবে, কুচো, বালোসাই, এম্প্রেস গজা ।
মাল্সা পোরা মাল্লো পাবে কৃষ্ণ প্রেম ভজা
সরোবর রস মাধুরি মোহনভোগ ।
বনেদি পূজার বাড়ী বর্ফি জলযোগ ॥
লবঙ্গ লতিকা, লেডিকেনি, কালা কাঁদ ।
তিলকুটো, চন্দ্রপুলি, যেন আধা চাঁদ ॥
রসমুণ্ডি, কালজাম, জাহ্নবী যমুনা ।
আরো কত আছে দিনু সামান্য নমুনা ॥

হ্যাঁরে, উনুন জ্বলিল ?

৪র্থ বেহারা। এজ্ঞে হ্যাঁ ।

কুড়রাম। আচ্ছা, এইবার উনুনে হাঁড়িটা চাপিয়ে দে, দিয়ে খানিকটা জল ঢেলে দে।

৪র্থ বেহারা। যে জ্ঞে, এই দেলাম।

( উনুনে হাঁড়ি চাপাইয়া খানিকটা জল উনুনে ঢালিয়া দিল )

কুড়রাম। আচ্ছা, খানিক চা'ল আর খানিকটা ডা'ল ফেলে দে।

৪র্থ বেহারা। এই দেলাম।

কুড়রাম। এইবার খানিকটা বাটনা গুলে ফেলে দে।

৪র্থ বেহারা। যা' বল্লেন তাই কল্লাম।

কুড়রাম। বস্, এইবার মুখে সরা চাপা দিয়ে বসে থাক্। আমি একবার বাবার নাম করে নি।

হর মহেশ্বর তুমি শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ।
সর্ব্বদেব দেব তুমি চতুর বেদজ্ঞ ॥
শমনের কাল তুমি শিব শম্ভু ভোলা।
ঢুলু ঢুলু লাল আঁখি খেয়ে সিদ্ধি গোলা ॥
নাচ তুমি, ভূতপ্রেত নাচে তব সঙ্গে।
ডাকিনী যোগিনী নাচে, নাচে কত রঙ্গে ॥
ফণি ফণা জটাজূট শোভে হাড়মাল।
শ্বেত অঙ্গে ভস্ম মাখা বস্ত্র বাঘছাল ॥
ডমরু তানপুর বাজে বম্ বম্ গাল।
শ্মশানে আসন কর জ্বালিয়ে মশাল ॥
রতিপতি রঙ্গ কল্লে অঙ্গ হ'ল ছাই।
সতীপতি সঙ্গে রঙ্গ বিষম বালাই ॥

দক্ষরাজ অজমুণ্ড লণ্ড ভণ্ড যজ্ঞ।
যমত্রাস কর নাশ প্রভু আমি অজ্ঞ ॥

হ্যাঁরে দেখ দেখিনি, ফুট ধরলো ?

৪র্থ বেহারা। এজ্ঞে মুখে সরা দিয়ে বসে আছি, কি বল্‌চেন সমজাতি পার্‌লাম না।

কুড়রাম। সে কিরে বেটা, হাঁড়ির ভিতর হ'তে কথা কচ্চিস্ না কি ? দেখি দেখি, ( উঠিয়া সব দেখিয়া ) আরে আমার কপাল! যমালয়ে এসেছি খিচুড়ি ভোগ খেতে! নে সরা ফেলে দে, করিচিস্ কি ?

৪র্থ বেহারা। এজ্ঞে তুমি যা' যা' বল্লেন তাই করেছি।

কুড়রাম। আচ্ছা, খুব করিচিস্। ঐখানে বোস্। এইবার উদ্ধারের ফন্দি করা যাক্। যম বেটা যেমন বুনো ওল আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল। জাল জচ্চুরির একজামিন থাকলে এম এ পাশ কত্তুম। এখন মহাদেবের নাম জাল করে একখানা পরোয়ানা লিখি। ( বাক্‌স খুলিয়া কাগজ বাহির করিয়া পরোয়ানা লিখন ) নে বেটা বাক্‌স মাথায় কর, কোথায় তোর যমরাজ আছে সেইখানে নিয়ে চল।

৪র্থ বেহারা। এজ্ঞে, এইদিকে আসেন।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

( ভূত-পেত্নীগণের প্রবেশ )

ছেড়ে আয় বাড়ী হানা, পাপীদের তূলো ধোনা,
কর্‌বি না।কটী কেটে চক্ষু কানা, কেউ যেন পিছলে পালায় না।
লম্বা হাতে ধোরে ধোরে, হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে,
ঘাড়টী ভাঙ্গব মটাস করে, পাপী যেন পিছলে পালায় না।

ঠিক দুপুর বেলাতে, শীর ফাটাব ঢেলাতে,
অশথ বেল স্তাওড়া তলাতে, পাপী যেন পিছলে পালায় না।
সপাসপ্ কোড়া মেরে, ঘাড়ে চড়ে অন্ধকারে,
দৌড় করাব শ্মশান ভাগাড়ে, পাপী যেন পিছলে পালায় না।
কচি কচি মেয়ে ছেলে, বড্ড যারা কেঁদে ফেলে,
চিবিয়ে দাঁতে পেটে দেব ফেলে, ছেলে যেন পিছলে পালায় না।
ভূত প্রেত দৈত্য দানা, রাখ্‌বি যদি গর্দানা,
আয় আয় সব চলে আয়না, পাপী যেন পিছলে পালায় না।

[ নাচিতে নাচিতে সকলের প্রস্থান ]

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



যমালয়ের কাছারি বাড়ী।

নকীব। ঐ-যে ঐ-যে ঐ-যে বসে আছেন যমরাজ
নরলোকে ধর্ম্ম ভিন্ন করেন সব কাজ॥
সরম নাই, ভরম নাই, নাহি কিছু লাজ।
দুষ্টের পালন, করেন শিষ্ট শিরে বাজ॥
যমালয়ে ন্যায় দণ্ড সত্য ধর্ম্মরাজ।
হুজুরে হাজির হও ছেড়ে সর্ব্ব কাজ॥

চিত্রগুপ্ত। ধর্ম্মরাজ! আসামীগণ উপস্থিত। অনুমতি হয় তো তাহাদের হাজির করি।

যম। আমার এখানে জুরি ভিন্ন বিচার নাই। জুরি আহ্বান কর, তা'রপর বিচার।

চিত্র। যে আজ্ঞা। নকীব জুরিদের নাম ডাক।

নকীব। গিরিধারি, ত্রিপুরারি, ভোলানাথ, গণনাথ, গুরুদাস, দেবুদাস, ( কেহই উত্তর দিল না ) হুজুর কেহই উপস্থিত নাই।

যম। হাড় পেকে, বুড়ো বামনা, সর্ব্বনেশে, সব গেল কোথায় ?

চিত্র। দেখুন এই Improvement Trustএর দৌরাত্ম্যে এখানে অনেকগুলো বাজার এসে পড়েছে। তাদের সদ্গতির জন্যে নরক কুণ্ডের কাছে এক নূতন বাজার বসান হয়েছে। সেখানে আজ মহাসংকীর্ত্তন, নীলকণ্ঠের যাত্রা হ'বে। বোধ হয় সকলেই নূতন বাজারে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়াছে। অন্য জুরি ডাকিব কি ?

যম। না থাক, আমি কোনও নিয়মাধীন নহি। জুরি নাই তো নিজেই বিচার করিব। আসামী ডাক।

নকীব। পয়লা আসামী হাজির। পয়লা আসামী।

( পয়লা আসামীর প্রবেশ )

যম। এ কে ? কি করেছে ?

চিত্র। হুজুর এর তুলনা নাই। এ একেবারে অতুল! সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে সন্তপ্ত করে ভামিনী ভবনে যামিনী যাপন করেছে।

যম। ওকে ঘোড়ার চাবুকে চাব্‌কে লাল করে, গয়লা পাড়ার গাঁজলা গোময় গর্ত্তে সারা রাত মুখ গুঁজ্‌রে রেখে দাও। আর কে আছে ?

নকীব। দ্বিতীয় আসামী হাজির। দ্বিতীয় আসামী।

( দ্বিতীয় আসামীর প্রবেশ )

যম। এত দেখ্‌ছি কোন ভদ্র সন্তান। এর আবার কি দোষ পেলে ?

চিত্র। আজ্ঞে সরকারী সড়কে শ্রাবণের ধারা বহিয়ে দিয়াছিল।

যম। বেশ করেছিল। ঘোড়া, গাধা, গো, মহিষাদি জানোয়ারের দল যখন প্রবল বন্যার প্রবাহ ছুটীয়ে দেয় তখন দোষ হয় না। ভদ্র-লোকের ছেলে বেগ সম্বরণে অক্ষম হ'য়ে এক কাজ করে ফেলেছে তাই ওকে ধরে এনেচ। দাও ছেড়ে দাও।

নকীব। তৃতীয় আসামী হাজির। তৃতীয় আসামী।

( তৃতীয় আসামীর প্রবেশ )

যম। এ যে বেশ ভরুঙ্গে লোক দেখ্‌ছি, ভণ্ড শিরোমণি ভান করে সব কত্তে পারে। এর উপর কি চার্জ আছে ?

চিত্র। যমরাজ যা' আন্দাজ করেছেন ঠিকই তাই। ইনি হাত তালির জোরে আপনাকে সমাজের নেতা মনে করেন। আদর্শ কার্য্য কলাপের আলোক দিয়ে আঁধার ঢাকো বলিয়া গলাবাজি করেন; কিন্তু স্বকৃত কার্য্য কলাপ যে আঁধারে সেই আঁধারে। বাল্য বিবাহ উঠিয়ে দিয়ে দেশের উন্নতি কত্তে বলেন। বলেন, তা'হলে ভবিষ্যৎ বংশে ভীমের ছড়াছড়ি হয়ে যাবে, আর ভাবনা থাকবে না ; কিন্তু নিজের মেয়ে বড় হলে ভয়ে এঁর পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে যায়। বক্তৃতায় বলেন উচ্চ শিক্ষাই কৌলিন্যের মাপ কাটি, কিন্তু নিজ বাটীতে ঐ কথায় দাঁত কপাটী যান। সেই বল্লালী বচনের শরণ গ্রহণ করেন। বিবাহের ব্যয়ভার-লঘুকরী সভায় সভাপতির কার্য্য শেষ করে, বাটী ফিরে এসে ঘটককে বলে দেন, যা'রা অযাচিত ভাবে দশ বিশ হাজার টাকা বরের বাবা—ভরণ সম্প্রদান করিবে, সেইখান থেকে ছেলের সম্বন্ধ আনিবে, নতুবা বলিবে "তিনি

বলেন ছেলে ছেলেমানুষ বিয়ে কি তা' জানে না, এখন থাক।" এই বৈড়াল-ব্রতী বানরের উপর কি দণ্ড বিধান করবেন অনুমতি করুন।

যম। এ নরাধম নর-পিশাচের শাস্তি খুঁজে পাওয়া ভার। এদের পেটে এক মুখে এক। প্রথম, পেট্টা চিরে দাও যে লোকে দেখ্তে পায় যে এর পেটের ভিতর কি আছে। তা'হ'লে তা'রা আর এর কথায় ঠকিবে না, ভুলিবে না। তা'রপর সকলকে দেখাবার জন্যে, ওর মাথা নেড়া করে ঘোল ঢেলে গাধার উপর চড়িয়ে, ওর পিঠে ঢাক চাপিয়ে ঢ্যাঁট্রা পিটে দাও।

কাটা পেটে ঘেঁটে ঘেঁটে নুন ছিটে দিও।
লঙ্কা বেটে চোখে মুখে চূণ কালি দিও॥

দূর হ' নরকেও তোর স্থান নাই। [ বহিষ্কৃত করণ ] আড়ালে তারকা রাক্ষসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও আবার কে ?

চিত্র। নিয়ে আয় ওকে। ও মাগী এক প্রচণ্ডা বৌ-কাঁট্কী। ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে এনে, দুধে আল্তায় পা দেবার সময় হ'তে সুরু করে প্রতিদিন, বৌএর বাপ মায়ের চৌদ্দ পুরুষের পিণ্ডি না চট্কাইয়া জল গ্রহণ করে না। মুখরা চাকরাণীর কের্কেরাণি অবাধে সহ্য করে, কিন্তু বৌমা বেচারার হাসি মাখা মৃদু ভাষায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। কোথায় পরের মেয়েকে নিজের মেয়ের মতন যত্ন কর্বে, তা' না, তা'কে ঝি চাকরের অধম করে অকারণে তাড়ন তাপে তাপিত করে। লাঞ্জনা গঞ্জনা দিয়ে, অনশনে অস্থি চর্ম্ম সার করে দেয়। পেঁট্রা পোরা কাপড় সত্ত্বে, বৌমার পরনের ছেঁড়া কাপড় রজক গৃহের দ্বার দেখ্তে পায় না। বৌমাকে দু'দিনের জন্য মায়ের যত্ন বাপের আদর ভোগ কর্তে দেয় না। বৌ-কাঁট্কী শাশুড়ীর যে বউ, তা'র শ্বশুর-গৃহে বাস যেন সপরিশ্রম চির কারাবাস।

যম। কি সর্ব্বনাশ! পিশাচী পাপিষ্ঠা মাগীর জিহ্বা, লোহিত-তপ্ত লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করে, আমূল উৎপাটন করে দাও। তা'হ'লে বৌমাদের আর দুর্ব্বাক্যবাণ সহ্য কত্তে হ'বে না। মাগীকে জীয়ন্ত রেখে, ওর গায়ের মাংস ক্ষুরে ক্ষুরে বাহির করে অস্থিচর্ম্মসার করে দাও। ওর পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হোক। তা'রপর ঃ—

জ্বলন্ত জ্বলন জালে বেঁধে বহ্নি ডোরে।
জোরে ছুড়ে ফেলে দাও নিম্ন শির করে॥
অনন্ত পাতাল তলে পূতি গন্ধ কূপে।
গলিত অনল যথা আছে অম্বুরূপে॥
অমর হইয়া নিত্য ক্রিমিকীট খাবে।
অঙ্গার তরল তপ্ত তেষ্টা পেলে পাবে॥
দিন রাত হ'বে বাস অগ্নিশিখা মাঝে।
আলো নাই জ্বালা শুধু সে শিখার ঝাঁঝে॥
আঁধারের কাদা মাখা বাতাসের গায়।
সদা দম ফাটে ফাটে ফাটিবে না তায়॥
সে আঁধারে দেখা যাবে আঁধার আঁধার।
আর দেখা যাবে যত বীভৎস ব্যাপার॥

( জনৈক সধবার প্রবেশ )

যম। একি! শিবসোহাগিনী, সতী জননীর এখানে আগমন কেন?

চিত্র। কাল দণ্ডধর! সধবা সুন্দরীদিগের আবেদন কি মনে নাই? ওঁরা যে মর্ত্ত্যে ফিরে যেতে চা'ন।

যম। মনে আছে বৈকি, আমিত তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করিতে চাই। তাঁ'দের মন ব্যাকুল জেনে আমি বড়ই আকুল হ'য়ে আছি।

চিত্র। আমিও সেইরূপ আভাসই দিয়েছিলাম। সেই আভাসে

প্রভাস যজ্ঞের আয়োজন হচ্চিল ; কিন্তু মায়েদের হরিষে বিষাদ হয়েছে। তাঁ'রা আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে চান। তাঁ'রা এক পর্দ্দা পার্টিতে মিটিং করে সব-কমিটি ফরম্ করেন। পরে এই মাকে ডেপুটেসনে পাঠাইয়াছেন।

যম। মা, বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করে তপ্ত হৃদয় শীতল কর মা।

সধবা। ধর্ম্মরাজের দয়ার কথার আভাস পাইয়া আমাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। কিন্তু মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে সেখানকার অবস্থা জানিবার জন্য সকলে যুক্তি করিয়া, আমাকে মায়া-মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছিলেন। তথায় গমন করিয়া যাহা নয়ন গোচর করিলাম, স্মরণ হইলে এখনও হৃৎকম্প হয় ; সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয় ; শরীর শিহরিয়া উঠে। সেখানকার ব্যভিচার দেখিয়া আমার আনন্দাশ্রু শোকাশ্রুতে পরিণত হ'ল। রক্ত জল হ'য়ে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ফুটে বেরুতে লাগিল। দেহ স্বেদার্দ্র হইয়া উঠিল। যে পতি সতী শূন্য হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে সংসারে বৈরাগ্য দেখিয়ে শ্মশানের ভস্মরাশিতে আসীন হয়ে সতী ধ্যান সতী জ্ঞান সতী নাম জপ করে সতীময় হয়েছিল, যে পতি পত্নীপাতে পাগলপ্রায় পথে পথে অশ্রুপাত করে বেড়িয়েছিল, যে পতি বনিতা-বিরহে ব্যাকুল হয়ে বিষণ্ণ বদনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখে ভগ্ন হৃদয়ে অনশনে প্রাণপাত করিতে উদ্যত হয়েছিল, যে পতি জায়ার জীবন কল্যাণ কামনায় কালিমাতার পূজার আয়োজন করে ভগ্ন মনোরথ হইয়া জীবন্ত প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া মাটির প্রতিমা ঘরে আনিতে সঙ্কুচিত হয়েছিল, ধর্ম্মরাজ! বলিতে পাষাণ প্রাণও ফেটে যায়, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যায়, দেখ্‌লাম সেই পতি সন্তান পালন ব্যপদেশে পুনরায় বিবাহ করে' প্রফুল্ল মনে সংসার সর্ব্বস্ব জ্ঞানে ফুল শয্যার কুসুম রাশিতে শয়ন করে' কোমল কান্তাকর করে কোরে তন্ময় হয়ে আছে।

দেখ্‌লাম সেই পতি নব পত্নীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়ে, মাতৃহীন ননীর পুতুল দুধের ছেলে ভুলে গিয়ে, যুবতী জায়ার খেলার পুতুলী হয়ে বসে আছে। একদণ্ড কাছ ছাড়ে না, ঘরের বাহির হয় না, পথ ঘাট সব ভুলে গেছে। দেখ্‌লাম সেই পতি নূতন বধূ ঘরে এনে, আলোকপূর্ণ শয়ন ঘরে স্ফীত হৃদয়ে পাত্রপূর্ণ আহার সামগ্রী শ্রীমুখে অর্পণ করিয়া, হাসিমাখা সোহাগভরা নব বধূর উপরোধ অনুরোধ রক্ষা করিতেছে। যে পতি ভার্য্যা ভিন্ন অন্য রমণীকে মাতৃসম্বোধনে বর্জ্জন করে বনে বনে ভ্রমণ করে বনবাসী হয়েছিল, দেখ্‌লাম সেই পতি কুসুম কাননে কামিনীকুল-কেলি-কুঞ্জকুটীরে কদাচারের পরাকাষ্ঠা করিতেছে। দেখ্‌লাম সেই পতি মদন-মন-মোহন, মেঘমুক্ত-নির্ম্মল-নীলাম্বর চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল, প্রস্ফুটিত-প্রসূন-পুঞ্জ-পরিপূর্ণ প্রমোদ উদ্যানে মন্থর গতি যুবতী জায়ার সঙ্গে বিচরণ করিতে করিতে পুষ্প চয়ন করিতেছে; পরে শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে বাপীতটে আসীন হইয়া, মল্লিকার মাল্য রচনা করিয়া হাসিমুখে পরস্পর পরস্পারের কণ্ঠে লাগাইয়া, কপোত কপোতীর ন্যায় মুখোমুখী হইয়া কত সোহাগ করিতেছে। বিধির কি বিষময় বিধি! বিগতা বনিতার মায়া-মাখান মেয়েটীকে মায়ের বসনভূষণালঙ্কারে বঞ্চিতা করে, সেই বসনে সেই ভূষণে সেই অলঙ্কারে পাষাণ পিতা নব বধূকে ভূষিতা করিতেছে। প্রভু, আমরা এ পাপ-পূর্ণ পৃথিবীতে আর ফিরে যেতে চাই না। আমাদের আবেদন আমরা প্রত্যাখ্যান করিতে চাই। আমরা ভাগ্যবতী নারী, তাই ভগবানের কৃপায় লাল সূতা শাঁখা পরে, এলোকেশে সিঁদুর ঢেলে, হাতে পায়ে এওর দেওয়া আল্‌তা মেখে, কস্তা পেড়ে সাড়ি এঁটে, স্বামীর কোলে মুখ রেখে, গঙ্গাজলে স্নান করে ভবসিন্ধু পার হয়েছি। আর ওপারে যেতে চাই না। প্রভু, বিদায়। [ প্রস্থান ]

যম। মুন্‌সীবর, এ রমণী আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে গেল। (যমরাজের মুকুট পতন) এ আবার কি ব্যাপার! বুঝি সত্য সত্যই সর্ব্বনাশ উপস্থিত! কই এখনও তো চৌধুরিদের নায়েবের লাস এসে পড়্‌ল না। চাকুরী রক্ষা দায় হ'ল!

চিত্র। ঐ যে বেহারা ছুটে আস্‌ছে। (বেগে প্রথম বেহারার প্রবেশ)

১ম বেহারা। কর্ত্তা মশাই, পেলিয়ে যান্‌ পেলিয়ে যান্‌, আর অক্ষে নাই, মাল্লে মাল্লে; পুরীর মধ্যি একজনা বীর এয়েছে, তোমার মুণ্ডপাত কর্‌বে। এক হাঁক্‌ড়ানিতে সব বেহারা ঘাল করেছে।

চিত্র। লাস আনিয়াছিস্‌ কিনা?

১ম বেহারা। নব ঠাকুরকে কনে লুকিয়েচে তা'র অন্দি সন্দি পালাম না। মোদের কাঁধে একটা নূতন যম এসে পড়েছে।

যম। নূতন যমকে পাঠা'লে কে?

১ম বেহারা। সে আপনি এয়েচে।

যম। তা'কে দেখ্‌তে কেমন?

১ম বেহারা। জ্যান্ত মানুষ গো জ্যান্ত মানুষ!

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া কোঁকড়া মাথায় ভরা চুল,
পিছন বাগে গিরে বাঁধা চৈতন চুট্‌কী ফুল;
দড়কা দাগা কপালখানা ঘোঁড় দৌড়ির মাঠ,
চক্ষু দুটো ছোট ছোট, জ্বল্‌চে যেন কাঠ।
বাঁশী পারা নাকের মদ্দি হরেক রকম চুল,
গোঁপের গোছা গাদা গাদা চৌকিদারের রুল।
গলায় মালা, মট্‌কাধুতি, আষ্ট ধেতের আঙ্‌টী,
ইষ্টি কবজ হাতে, পায়ে ঠনঠনের চটী।

ঐ দেখেন আস্‌তি নেগেছে। পেলিয়ে যান্ পেলিয়ে যান্। চাচা আপনি বাঁচা। মুই তো চল্লাম। [ প্রস্থান ]

( কুড়রামের প্রবেশ )

কুড়রাম। যমের উপর এই পরোয়ানা জারি কত্তে এসেছি। ( পরোয়ানা দান ) নাও, পাঠ করে হুকুম তামিল কর।

চিত্র। ( পরোয়ানা পাঠ ) অত্যাচার-অবিচার-অবতার, অত্যন্ত দুরন্ত, দুর্দ্দান্ত, কৃতান্ত, বর্ব্বর, বরাবরেষু। যে হেতু জানা যাইতেছে যে, তুমি রে পাপাত্মা, পামর, পাষণ্ড এদানিং অত্যন্ত জঘন্য, অরণ্য, অগণ্য, বদান্য হইয়াছ, তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ড করা আবশ্যক; রণ্ডামি ষণ্ডামি ভণ্ডামি গুণ্ডামি তোমার অঙ্গের অভরণ। তোমার দ্বারা সরকারের সেবা আর সম্ভবনা নয়। তুমি এম্‌নি অকম্মা যে কতকগুলা আমলাকে তুমি সাম্‌লাতে পাল্লে না। তা'রা তোমার চক্ষে ধূলিকা সম্পাদন করে, নব নায়েবের লাস অনা'সে তোমার সাবকাশে আনিতে দিল না। এ কারণ তোমাকে বরখাস্ত করিয়া, অশেষ গুণাঙ্কত প্রতাপান্নত শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কুড়রাম দত্ত রায় বাহাদুরকে বাহাল করিয়া, অত্র পরোয়ানা সহ পিরণ করিলাম। মুহূর্ত্ত মাত্র অবিলম্ব না করিয়া, তাঁহাকে চার্য্য বুঝাইয়া দিবা। বহুত বহুত তাগিদ মালম করিবা। ইতি—

শ্রীসদাশিব।

যম। হা হতোস্মি! দত্তজ মহাশয় কখন্ চার্য্য লইবেন?

কুড়। এই দণ্ডে। ( যম সিংহাসন হইতে নামিয়া কুড়রামকে সিংহাসনে বসাইলেন ) চিত্রগুপ্ত ত্বরায় একটী জমা ওয়াশীল বাকী প্রস্তুত কর।

যম। ধর্ম্মরাজ, আমার কয়েকদিনের বেতন এবং শাদা জ্বালানির দাম বাকি আছে, সেগুলি প্রাপ্ত হইলে আমি রাহা খরচ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি।

কুড়। আমি এ বিষয় ভগবান্ ভবানীপতিকে রেপট করিব; তাঁর অডার এলেই তুমি তোমার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া পাইবে।

যম। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে আস্তাবলে যে বয়ার দুটী আছে, তাহার একটি সরকারী আর একটি আমার নিজ খরিদ; যদি অনুমতি হয়, আমার নিজ খরিদা বয়ারটী আমি লইয়া যাই।

কুড়। তুমি ডবলই নিয়ে যাও। আমি কলিকাতা হইতে ত্বরায়, রাতবেড়ানে মোটরওয়ালা বাবুদের এখানে নিয়ে আসিব। তা'দেরও সাজা হবে, আমারও মজা হবে।

চিত্র। যমালয়ের বর্ত্ম সকল অতি অপরিসর এবং নিতান্ত অসমতল। মোটর চালাইবার উপযোগী নহে। ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মরাজ মহিষারোহণে গমনাগমন করিতেন, সুতরাং রাস্তার অবস্থার প্রতি কাহারো দৃষ্টি ছিল না।

কুড়। কুচ্‌পরোয়া নেই। ডোণ্ট্‌কেয়ার। এখনই ইম্‌পোটেন টষ্টের বেঞ্চ-আপিস ওপেনিং সেরিমনি করে দাও। বড় আপিসে যে সব হাকিমরা জমি লুটপাট্ করে খুব বেশী টিপ্পারি কচ্চে অর্থাৎ কিনা বাহাদুরি দেখাচ্চে, তা'দের এখনই এখানে গোটে হেল করে দাও। সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

যমের মাথা করে নত,
রাস্তা ঘাট হবে কত।
মোটরগাড়ি আসবে যত,
ছুটবে সব তীরের মত।

বার্‌তি জমি বেচ্‌ব যত,
কেনা দাম নয়কো তত।

চিত্র। যে আজ্ঞে মহারাজ। এখন এদিকে আসুন। স্নানাদি করে বিশ্রামান্তে, সহর পরিদর্শন করিবার অভিলাষ হয় তো অনুমতি করিবেন।

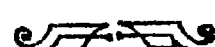
কুড়। আচ্ছা, তথাস্তু।

[ সকলের প্রস্থান ]

# তৃতীয় অঙ্ক।



## প্রথম গর্ভাঙ্ক।



লক্ষ্মীর কক্ষ।

( হালফ্যাসানে জুতা মোজা কাপড় পরে' লক্ষ্মী পুস্তক পাঠে নিবিষ্টা ; বিন্দি আদি পরিচারিকার প্রবেশ )

সকলে। ওমা ওমা কোথা যাব, একি দেখি নব বেশ।
কবরী কুণ্ডলী কাল কোথা কৃষ্ণ-কান্তি কেশ ॥
উস্কো ফুস্কো কটা চুল হ'য়েছে সাবান মেখে।
তেরি কাটা, ছি ছি তা'তে কেমন কেমন ঠেকে ॥
আপীড়, মুকুট, শিরে আর ছিল চূড়ামণি।
ঝাপ্টা থাকিত পাশে, ঝুলিত মুকুতামণি ॥
কিছুদিন ধরে' হ'ল, কত ক্রাউনের ঘটা।
সকলি গিয়েছে, আছে শুধু টায়রার ছটা ॥
ললামক, বাল-পাশ্যা, সিঁথি সাজ সীমন্তের।
পত্র-পাশ্যা, ললাটিকা, শোভা করে ললাটের ॥
এই দুই স্থান জুড়ে আছে কেবল টিক্‌লি।
গিয়েছে গর্ভক, আছে খোঁপায় ঘিরে শিকলি ॥
চিরুণীর আশে পাশে, ছিল ফুল কত মত।
জাল ছিঁড়ে উড়ে গেছে, চিল প্রজাপতি যত ॥

কুণ্ডল কর্ণেন্দু কাণে, কাণ-বালা কর্ণফুল।
সেকালে কর্ণিকা ছিল, হলো বীর-বৌলি ভুল ॥
চৌ-দানি, পিঁপুল-পাতা, মাকড়ি, ঢাকাই-কাণ।
ঝুম্‌কো ঢেঁড়ি ফেলে দিয়ে, থোকা ভুপে রাখে মান ॥
নাকে ছিল বোন্দা-পাশা, বেশর বড় সেকেলে।
প্রসূতি নাড়াত নথ, লজ্জায় নোলক ফেলে ॥
নথ নাড়া নাহি আর, নাকে শুধু নাক-ছাবি।
তবে, অঞ্চলে চঞ্চল করে গোছাভরা চাবি ॥
চকিত চাহনি চোখে হানিত কটাক্ষ বাণ।
চস্‌মা গহনা হলো, দৃষ্টিহানি শুধু ভাণ ॥
গলায় গোস্তন, গুচ্ছ, একবলি অর্দ্ধহার।
সুন্দর নক্ষত্রমালা সাতাশ-মুকুতা হার ॥
বজ্র-সংকলিকা ছিল, দেবচ্ছন্দ শতনলা।
মানবক পুরাকালে শোভিত করিত গলা ॥
পরে হলো হেলে, হেঁসো, দড়ি, দড়া, কণ্ঠমালা।
দমাহার, তারাহার, দানা, বাদলার মালা ॥
সাতনর, ন'নরিতে ধুকধুকি পরে পরে।
পুষ্পহার, উল্টেপাল্টে বড় জ্বালাতন করে ॥
সরিকা গলায় আঁটা, হলো চিক গোঁফ-হার।
মুকুতার কণ্ঠি, সেলি, সরস্বতী, সীতাহার ॥
সেকালের সাজ এল মটরের মালা।
নেক্‌লেস কলারের পড়ে গেল পালা ॥
পিঠে ছিল পিঠ ঝাঁপা, অনেকের মনলোভা।
ফণী-বিনিন্দিত-বেণী এখন পিঠের শোভা ॥

উপরের হাতে আগে কেয়ূর, অঙ্গদ ছিল।
বাহুপট, বাজুবন্ধ, পরে বাজু দাঁড়াইল ॥
জসম, তাবিজ, বাঁক, অনন্ত গালায় ভরা।
ফার-ফোর-তাগা, তাড়, ড্রেসলেট শোভা করা ॥
প্রকোষ্ঠে কঙ্কন, বালা, মুড়্কি-মাদুলি, চুড়।
বাউটী জবড়জং, জাঁকাল রতন-চূড় ॥
যবদানা, মরদানা, ছিল পৈঁচে, লঙ্গফুল।
চুড়ি, খাড়ু, করপদ্ম আর নারিকেল ফুল ॥
নোয়া, শাঁখা, রুলি, কড় সধবার প্রাণাধিক।
এখনও আছে, তবে সোণা ঘেরা চারিদিক্ ॥
মাড়োয়ারির মাস্তাসা শুধু রঙ্গ করে পরা।
সাদাসিদে ব্রেস্‌লেট, তাও নয় মনে ধরা ॥
দেখিতে জানেনা ঘড়ি, তবু ঘড়ি ব্রেসলেটে।
দশ দশা কেটে যায় ইলাষ্টিক ব্রেসলেটে ॥
ছ' মাসেতে ভাত খায়, বিয়েতে চালায় তায়।
তাই প'রে সাধ খায়, শেষে মেয়েকে সাজায় ॥
হালফ্যাসানে নূতন ঢং, লজ্জা নাহি করে।
সোনা বেচে ঝুটো পান্না, হিরে, চুনি মুক্তা পরে ॥
কটিতটে অলঙ্কার কাঞ্চি ছিল একহালি।
মেখলা, রশনা, হলো কলাপ পঁচিশ হালি ॥
এত বড় কাঞ্চিদাম, চন্দ্রহার, সূর্য্যহার।
গোট, বিছে গেছে, পুন আবির্ভাব মেখলার ॥
দেখায়ে অঙ্গুরী হাতে, ধীরে ধীরে নাড়ে পাখা।
আঁচলেতে সেফ্টীপিন্, কোমরে রুমাল রাখা ॥

কিঙ্কিনীর কিনি কিনি, পায়ে পাশুলি, ঘুমুর।
গুঁজ্‌রি, পঞ্চম, তোড়া, ছিল মঞ্জীর নূপুর॥
মল ঝম্‌ ঝম্‌ করে, কড়িগুণে ক্লান্ত হিয়া।
জামাইকে জানাইত আসিছে তরুণী প্রিয়া॥
নেউল, চরণ-চাপ, চুট্‌কি, চরণ-চুড়।
পাঁইজোরে তালে তালে, ছাড়ে রুনুঝুনু সুর॥
আঙট, চরণ-পদ্ম, সব বেড়ী মনে হয়।
আল্‌তা ঢেকে জুতো মোজা করেছে এদের জয়॥
মোটা ফেলে মিহি সাড়ি, ব্লাউজ জ্যাকেট প'রে।
সেমিজ, সলুকা, সায়া, বডি আব্রু রক্ষা করে॥
ফিরিঙ্গি ফ্যাসানে প'রে সেমিজাদি অকারণ।
ধাইনী মাষ্টার্ণী সেজে, কচ্চে ঘরে বিচরণ॥

বিন্দি। হ্যাগা মা লক্ষ্মী, বলি যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। লেখা পড়া হ'লো মিন্সেদের কাজ, ওকি তোমার সাজে। জোর করে পড়তে গিয়ে বুঝি কান্না পেয়েছে। ও ছাই ফেলে দাও না। তবে পড়িতেই যদি হয়, তো ভাগবত পড় যে পরলোকে কাজ দেখবে; আর আমরাও দু'দণ্ড শুনে বাঁচি।

লক্ষ্মী। লেখা পড়ার যে কত গুণ তা' তুই কি বুঝবি। এতে সব দিক রক্ষা হয়। ছেলে পিলেকে মানুষের মতন করে মানুষ করা যায়। ঘর সংসারের কাজ-কর্ম্মে শ্রী ফেরে। আর বিশেষতঃ চাকর চাকরাণীরা বড় দোরস্ত থাকে। এর ঢের গুণ।

বিন্দি। গুণ তো দেখছি কেঁদে খুন। অত কান্না কিসের? সীতার বনবাস যাত্রার বই পড়িছ বুঝি?

লক্ষ্মী। না, কৃষ্ণকান্তের উইল। ভোমরা নিজের পায়ে নিজে

কুরুল মেরে, এখন ঘায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কচ্চে। তাই ভাবচি— আর কেঁদে মচ্চি। কি জানি ছুঁড়ির কপালে কি আছে!

বিন্দি। কি আর আছে, ওকে যমের হাতে সঁপে দাও; সব ল্যাটা চুকে যাবে। ঐ বলিতে বলিতে যম এসে হাজির হয়েছে। (যমের মা ও যমের প্রবেশ) এই তোমার নাম হচ্চিল। অনেক কাল বাঁচ্‌বে।

যমের মা। তা'তে আর সুখ কি! মনের সুখেই সুখ। তা' না হ'লে, মরেই সুখ। শিব ঠাকুর যমের চাকুরি খেয়েছেন। বাবার আমার চাকুরি গিয়ে অসুখের শেষ নাই। এই দুঃসময়! পোড়া যুদ্ধুর জ্বালায় জিনিস পত্র মাগ্‌গি বলে' মাগ্‌গি, দাম হয়েছে দুনো কড়ি। এ রাবণের পুরী চালাই কি করে! বাছা ঐ পোড়া যুদ্ধে দিন রাত খেটে খেটে শরীরে আর কিছু রাখে নাই। তাড়াতাড়ি বাছাকে খাইয়ে, বিষ্ণু ঠাকুরের কাছে এনেছি। খেতে বসেছিল মাত্র। একটি ভাতও মুখে দেয় নাই। কত সাহস দিলাম, বলিলাম মা লক্ষ্মীকে দিয়ে উপরোধ করাব।

বিন্দি। তা' ঠাউরেছ ভাল। আজকাল আঁচল ঘোরালে সবাই নম্র, ভাব কারো থাকে না বক্র, কোথায় লাগে সুদর্শন চক্র।

লক্ষ্মী। থাম্ থাম্, ও আবার কি কথা! সকল কথায় ফোড়ন। একটু ক্ষমা দে, চুপ কর।

যমের মা। মায়ের প্রাণ ছেলেকে আকুল দেখে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। বলিলাম ভয় কি বাবা, অত হতাশ হচ্চ কেন? তোমার এত কালের চাকুরি কখন ছাড়িয়ে দিবে না। আর যদি একান্তই কর্ম্ম যায় ত বৈদ্য ব্যবসা করিবে। তোমার হাতযশ তো আর কারো জান্তে বাকি নাই। আর আমি অনেক শিল্পী কাজ জানি, জুতো,

মোজা, টুপি, জ্যাকেট, বডি, ব্লাউজ, ফ্রক, পেনি তৈয়ারী করে তোমার সাহায্য করিব। বাবা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। মা আপনি হচ্চ ত্রিলোকপালিনী। আমার যমের উপর একটু নেক্ নজর দে মা, বাবা আমার একদিনে আধখানি হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী। বাছা, যমের কর্ম্ম গেছে শুনে আমি বড় দুঃখিত হলেম, কিন্তু শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তিনি অনুরোধ শোনেন না। তা' বাছা আর কেঁদ না, আমি ঠাকুরকে বলে যতদূর পারি তোমার উপকার করিব।

যমের মা। মা আপনার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। মা আপনি মনে কল্লে সব কত্তে পার। ঠাকুরকে বিশেষ করে বলে আমার যমকে বজায় করে দাও। বুড়ি হয়েছি, বাবার কোলে যেতে পাল্লেই বাঁচি। যতদিন আছি, দেখিস্ মা, যেন কষ্ট না পাই।

লক্ষ্মী। আমায় আর বেশী বল্‌তে হ'বে না। আমি তোমার দুঃখে বড়ই দুঃখিত হয়েছি। তুমি যমকে বৈঠকখানায় বসিতে বল, আমি ঠাকুরকে ডেকে পাঠাচ্ছি। (যম ও যমের মার প্রস্থান) বিন্দি, ঠাকুরকে একবার বাড়ীর ভিতর ডেকে আন্।

বিন্দি। ঠাকুর যে গরুড়ের জুড়ি কিনেছেন, দেখে এলেম আস্তাবলে তা'দের নিয়ে বড়ই ব্যস্ত। ওহো বেটা ওহো বেটা বলে, তাদের গায়ে হাত বুলুচ্চেন; কোঁচার খুঁটে তা'দের ঠোঁট মুছিয়ে দিচ্চেন। তা' হোক—ওপর আদালতের সমন তো সহজ কথা নয়। এই আমি চল্লেম, ওয়ারিন জারি করিগে। (গমনোদ্যতা; বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। আর জারি কেন? সার্ভিস্ ওয়েভ করে নিজেই হুজুরে হাজির হয়েছি, দণ্ড বিধান কর।

লক্ষ্মী। কথার শ্রী দেখ, ওতে যে আমার অকল্যাণ হয়।

ছি ছি ছি! কর কি হরি! তুমি যে দাসীর পতি।
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-তরু তুমি অগতির গতি॥
স্মরণে শরণ দিয়েছ আমায়, কেশব কমল পায়।
ত্যজে রাজ্য, রাজা রাজ-রাজেশ্বর তোমার চরণ চায়॥
তুফানে, সাগরে, যতনে আদরে কে আর করিবে পার।
শ্মশানে মশানে যেখানে সেখানে, তুমিই সারাৎসার॥
বিপদে সম্পদে যেন তব মোহন মুরতি।
ধ্যান জ্ঞান হয়, থাকে ও রাঙ্গা চরণে মতি॥

বিষ্ণু। এখন তোমার প্রার্থনা কি?

লক্ষ্মী। আমি ভিক্ষা চাই।

বিষ্ণু। কি ভিক্ষা?

লক্ষ্মী। দাও যদি তবে বলি।

বিষ্ণু। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না।

লক্ষ্মী। কেন?

বিষ্ণু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়েছি।

লক্ষ্মী। এক দ্রব্য নূতন পেয়েছি।

বিষ্ণু। তাহাও তোমার, নাম কর।

লক্ষ্মী। পরোপকার করিবার পন্থা।

বিষ্ণু। তাহাও দিলাম।

লক্ষ্মী। সদাশিব যমের কর্ম্ম ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার কর্ম্মটী তাহাকে পুনর্ব্বার দিতে হইবে। যমের মা এতক্ষণ এখানে বসিয়া কাঁদিতে ছিল। আহা! বুড়ী মাগীর দুঃখ দেখে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের উপর

বিশ্বাস করিয়া, আমি স্বীকার করিয়াছি যে তাহার কর্ম্ম তাহাকে পুনর্ব্বার দিব।

বিষ্ণু। সে কি, সদাশিব এমন কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন যে, সভার বিনা অনুমোদনে যমকে পদচ্যুত করিলেন। যাহা হউক, যখন তুমি তাহার ওকালতনামায় স্বাক্ষর করিয়াছ, তখন সে কর্ম্ম পাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি অবিলম্বে ব্রহ্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিব। বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার জন্য এমত কড়া হুকুম দিয়াছেন। পুনর্ব্বার তাহার পদস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এখন তবে যাই। হুকুম তো তামিল করা চাই।

লক্ষ্মী। আবার সেই কথা। আমায় ফেলে যাবে কোথা? সতী যে পতির সঙ্গের সাথি।

পতি সতী মনে গাঁথা, "আসি" "যাই" সম কথা।
"যাই" বলা ভাল নয়, শুনে মনে পাই ব্যথা॥

বিষ্ণু। ও ভুলে গিয়েছি। এখন তবে আসি। [ প্রস্থান ]

লক্ষ্মী। বিন্দি চল্ লাইব্রেরী হ'তে ভাগবত নিয়ে আসি, তোকে শুনাব। [ উভয়ের প্রস্থান ]

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



যমরাজ কক্ষ।

কুড়। সহর seeing কত্তে এত ট্রেণ লেট্ হ'বে জানতাম না। এখন টেক্ ইওর সিট্ ডাউন্ সার্ করা যাক। যে ক' দিন আছি, ভাইস্রয়্যারিটা ভাল করে করে নেই। প্রথমেই ক্যাপিটাল্ চেঞ্জ,—আমি লিভিংম্যান্ যমের বাড়ী থাকব! তা'রপর যা'দের অকালে এখানে আনা হয়েছে, তা'দের সব মর্ত্ত্যে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। একটা নামের মতন নাম থেকে যাবে। এ শুধু নাম্‌কা ওয়াস্তে কাম্ নয়। জেলায় জেলায় হাইকোর্ট বসাব,—কথায় কথায় ফোজদুরি মোসন্। জমিদার মনিব কত খুসী হবে। ও আবার কে? আঃ নিরিবিলিতে একটুও রেষ্টিং নেই।

( উড়ে ব্রাহ্মণের প্রবেশ )

উড়ে ব্রাহ্মণ। মু ত যোগী হেবি তোহ বিনারে।
যোগীর যোগভঙ্গিনী প্রাণসঙ্গিনী নবীনারে॥

প্রভু অবধান। আপন ভলো অছি।

কুড়। কে রে বেটা সাত পুরুষের মা গোঁসাই। কে তুই?

উ ব্রা। মু পাচক অছি।

কুড়। ওঃ! এখানেও সেই উড়ে বামুন! কি যাদু, ভাঁড়ার উজাড় কচ্চ?

উ ব্রা। না প্রভু,
চাউলো, ঘিঅ, নুনো, তেলো, সবু করন্তি চোরি।
মোর পাপর প্রায়শ্চিত্ত হউচি, পুন না করিমু চোরি॥

কুড়। তা' বেশ। এখন কি কর্‌বে?

উ ত্রা। মু সবু রন্ধিবি, না রন্ধিবি হংস ডিম্বো পঁটা।
রন্ধিবি মু চর্‌চড়ি, দিইকি চিংড়ি বড়ি পুঁইডঁটা ॥
তেলো চোক্‌রা কঁটা, দিইকি কুট্‌ন খোঁসা, রন্ধিবি ছেঁচ্‌ড়া।
বোয়াল, সোল, পাঁকাল, বান্‌, রন্ধিবি মু, না রন্ধিবি কেঁকড়া॥
বাগ্দাচিংড়ি মালাই কারি, গল্‌দা করিমু কোর্ম্মা।
কোপ্তা কবাব চপ্ কট্‌লিস্ পটল কুরিকি দোর্ম্মা ॥
মৌরলা, সরল-পুঁটী, রোগীর মাগুর, সিঙ্গি, কই।
পার্‌সে, বাটা, তপ্‌সে ভঙ্গা, করিমু ইলিস দই ॥
রুই, কাত্‌লা, মৃগেল, পোনা, কালবোসের ঝোল্।
পয়্‌রা চাঁদা, খয়্‌রা, ফ্যাঁসা, তেঁতুল দিইকি অম্বোল ॥
কদা চিংড়ি বড়া করিমু, তাহাকু দিমু পেঁয়াজ অদা।
পুরীধামরে দেবি পারিমু পম্‌ফ্রেট্ গদা গদা ॥
কোবির সাথরে ভেট্‌কি রন্ধিবি, ঝাল হলোদি ট্যাংরা।
আর বহুতো মৎসো অছে, নেটো, বেলে, আড় ট্যাংরা ॥
চুনো, চ্যালা, চ্যাং, চাঁদা, চেতল্, চেঙ্গো, ইচলা, ভোলা।
শকুল, শাস্‌, বোদাল, পাঙ্গাস, ভাঙ্গন, খোরসোলা ॥
ডান্‌কুনি, ধাঁই, কুজো, শাল, তেচোকো, তারুই বেলে।
দেঁতোপুঁটী, খল্‌সে, গুলে, গাঙ্গধাড়া, গড়ুই সেলে ॥
ইটে, ন্যাটা, খড়চা, বাচা, কই, ভোলা, কাঁটাল পাতা।
আমলেট্, গুড়্‌জাওয়ালি, পাব্‌দা, ফলুই, বাঁশ্‌পাতা ॥

কুড়। বেটা বামুন, না, ফিস্‌ওম্যান্! যাও যা' ইচ্ছা হয় রাঁধ গে। (উড়ে ব্রাহ্মণের প্রস্থান) তাইত এখন করা যায় কি! ঐ আবার কে আস্‌ছে! বিপদের উপর বিপদ! ফাদার তারকনাথ

একি কল্লে বাবা ( সখীসহ কালিন্দির প্রবেশ ) ছিলাম চাটুতে ফেল্লে জ্বলন্ত উনুনে ! যমের হাত এড়িয়ে এলেম, শেষ পেত্নী-ভূতে ভর কল্লে ! বাপ্‌রে বাপ্‌ কি ভীষণ মূর্ত্তি ! এ বিকটাকার কাছে থাকলে নাইট্‌ কাটের দফারফা ! মাগীর মুখে আবার কি ? দাদ্‌ না আর কিছু ? কি ঘেন্না ! মাগী যেন ভমিটারি মেডিসিনের ডিস্‌পেন্‌সারি ! দেখে আমার ব্রেষ্ট্‌টা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ কচ্চে ; যেন তুফানে দাঁড়ী দাঁড় ফেল্‌চে ঝপাস্‌ ঝপাস্‌ ! যা'হ'ক প্পিকৃটী নট্‌ কল্লে চল্‌বে না। বলি, কল্যাণি, তুমি কে ?

সখী। ইনি যমরাজ-মহিষী কালিন্দী। যিনি যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন, শচী তখন তাঁহারই রাণী। যিনি যখন যমত্ব প্রাপ্ত হন কালিন্দীও তখন তাঁহারই রাণী। ত্রিদিবেশ্বরী শচী যেমন চির-জীবিনী, মা কালিন্দীও সেইরূপ।

কুড়। তবে শচীর রূপ দেখ্‌লে মনটা হয় হ্যাপিফায়েড্‌, এ একেবারে ডেঞ্জারিফায়েড্‌। রং ত নয় যেন কাল কোব্‌রা ; কি মোটা, যেন ক্রস্‌ করা সেন মহাশয় ; পেট্‌টী থেয়াটারের জগদম্বার মত বার-মাস দশমাস ; বুকের বহর দেখে, অলাবুসুন্দরী ভয়ে মাচায় উঠে দুঃখে গড়াগড়ি দিচ্চে। যেমন মোটা মোটা পা, তেম্‌নি মোটা মোটা হাত। মাথায় রোগা রোগা চুল। রগ দুটায় যেন আব গজিয়েছে। দেখে শুনে হাতী ভায়ারা লজ্জায় আর সহরে ঢোকে না। সিঁথের সিন্দূরের ঘটা দেখে, খোট্টা-মাগীরা হার মেনে যায়।

সখী। মহারাজ, কালিন্দী-সুন্দরী নবাভিষিক্ত রাজার পরিতোষ সংসাধনার্থ, বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশ-বিন্যাস করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে ১৮২ খান সাড়ী পরিধান করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পরিশেষে একখানি আসল সত্যিকার গুল্‌ বসান সাড়ী

পরিয়াছেন। অঙ্গে সরিষার তেল মেখে তেলের বাজার মাগ্‌গি করিয়াছেন। দেখ্‌চেন্‌ পায়ে ২২ গাছা মল।

কুড়। এইবারে গেলেম। যদিও তুই এক দিন এখানে থাক্‌তাম, এ মূর্ত্তি দর্শনে আর থাক্‌তে পারি না। মহিষীর গায়ে গা ঠেক্‌লে, একেবারে মার্ডার্‌ কেস্‌ হ'য়ে যা'বে। গৃহিণীর জ্বালায় গৃহত্যাগ কর্‌তে হ'ল। স্ত্রী অনেক অনর্থের মূল। কথকথায় শুনেছিলাম, মেয়ে মানুষ মায়া বিস্তার করে ময়-দানবকে ফাঁদে ফেলে। এরা হাঁস্‌লে হাঁসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে। কপট কথায় পুরুষগুলোকে ভেড়া করে। যত বড় বিদ্বান বুদ্ধিমানই হওনা কেন, এদের পাল্লায় পড়্‌লে আর মনুষ্যত্ব থাক্‌বে না।

কালিন্দী। প্রাণবল্লভ, কেন তুর্ম্মনায়মান হচ্চ। আমি যে তোমা বই আর জানি না। আজ হ'তে তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।

তুমি শ্যাম, আমি রাধা।
তুমি কৃষ্ণ, আমি বাধা॥
তুমি রথ, আমি চাকা।
তুমি বিয়ে, আমি টাকা॥
তুমি গর্ব্ব, আমি পয়সা।
তুমি চর্ব্বি, আমি ভয়সা॥
তুমি বেনে, আমি স্বদ।
তুমি জল, আমি হৃদ॥
তুমি মড়া, আমি খাট।
তুমি শ্রাদ্ধ, আমি ভাট॥
তুমি গলা, আমি হার।
তুমি শয্যা, আমি ছার॥

তুমি রাত্র, আমি মশা।
তুমি নুন, আমি শশা॥
তুমি দিন, আমি মাছি।
তুমি নস্য, আমি হাঁচি॥
তুমি তীর্থ, আমি পাণ্ডা।
তুমি থানা, আমি ডাণ্ডা॥
তুমি জেদ্, আমি মামলা।
তুমি ঘুঁস, আমি আমলা॥
তুমি পিলে, আমি বঙ্গ।
তুমি নাট্য, আমি রঙ্গ॥
তুমি রাহু, আমি চাঁদ।
তুমি ঘুঘু, আমি ফাঁদ॥

কুড়। Oh! Girling! তোমার কথাগুলি যেন অমৃত। কোথায় লাগে ভুনি বোস! আমার কর্ণকেভ্ একেবারে হনিফায়েড্ হ'য়ে গেল। শত গোমেধ যজ্ঞ করে তোমার মতন পত্নীলাভ করেছি। কিন্তু হরিষে বিষাদ! আমার গুণীভূত যক্ষ্মাকাশ আছে। যামিনী কবিরাজ ব্যবস্থা করেছেন—মদন ভস্ম বটিকা সেবনম্, আর শয়নে মাত্র পাশ-বালিস শ্রীশ্রী৺দুর্গা শরণং। Beg your pardon মেম সাহেব, আমায় মাপ কত্তে হচ্চে। আমি your most ওবিডিটি servant, আমায় দিনকতক ছুটি দাও। আমি পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস হ'য়ে থাক্‌ব।

সখী। জান যদি যাবে চলে' কেন মন মজাইলে।
আঁধারে বিজুলি খেলে, অন্ধকারে ডুবাইলে॥

পুরুষ পাষাণ, নারী পাষাণী ত নয়।
বিরহ অনলে তাই বিগলিত হয়॥
শশী যদি যায় চলে' কুমুদিনী কাঁদে।
পুরুষ পড়ে না, পড়ে বিরহিণী ফাঁদে॥
নীরবে কাঁদিবে বালা প্রাণপ্রিয় পলাইলে।
নিজে দোষী, তার দোষ দেখিবে না দেখাইলে॥

কুড়। যাচ্চি আমি দেশান্তরে,
নিয়ে প্রাণের ছবি মনান্তরে,
প্রাণ রইল প্রাণ-প্রেয়সীর পদতলে।
এ নয়ক মনান্তর, তাইতে হবে নাকো মনান্তর।
স্মৃতি পূজা হবে এই হৃদয় শতদলে॥

কালিন্দী। নিতান্তই যদি যাবে, ত আমার হাতের একটি পান খেয়ে যাও, তা'তে ত আর প্রাণ যাবে না (পান চিবাইয়া কুড়রাম হড়্হড়্ করিয়া বমি করিতে করিতে প্রস্থান করিল।) হা অদৃষ্ট! একি হ'ল, চলে গেল, দশদিক শূন্য ক'রে চলে গেল! কষ্ট দিয়ে চলে গেল! কষ্টের উপর কষ্ট, কষ্ট পেয়ে চলে গেল! আসি বলে গেল না!

সখী। বরাত; বরাত; কিসে কি হ'ল কে জানে! পতিকে পোষ মানাবেন ব'লে, মা আমার যত সাধের মস্‌লা দিয়ে পান সেজে-ছিলেন। ভাঁটপাতা, নিম, মাছের আঁ'শ, কুইনাইন, মাছির ক্বথ, চুলের গুঁড়ো। আ—হা কি বরাত। হিতে বিপরীত হ'য়ে গেল! অদৃষ্টে যা' ছিল তাই হ'ল! কি কর্‌বে বল। এখন চল, পোড়া পেট ত আর বুঝ্‌বে না। ভাল করে খাওয়া দাওয়া করে, নাকে সরিষার তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, নাক ডাকার ভয়ে বিরহ বেটা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এখন এস। [উভয়ের প্রস্থান]

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



ব্রহ্মার বাগান বাড়ী।

ব্রহ্মা বেদের প্রুফ্ দেখিতেছেন।

( যম সমভিব্যাহারে বিষ্ণুর প্রবেশ )

বিষ্ণু। সর্ব্ব-লোক-পিতামহ প্রজাপতির এই রমণীয় পরম পবিত্র প্রমোদ উদ্যান কি মধুর মনোরম স্থান। শ্বেত-শতদল-সমাচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ-শীতল-স্বচ্ছ-সলিল সরোবরের কি সুন্দর শোভা! সরোবরের অনুচ্চ সোপান সমুদয় সুন্দর রজত-বিনির্ম্মিত। তটদেশে স্থানে স্থানে বিচিত্র-বরণ মহামুল্য মণিমাণিক্য-খচিত কৃষ্ণোজ্জ্বল প্রস্তরের পরিসর বেদিকাসন। উভয় পার্শ্বে মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, শেফালিকা, কামিনী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি প্রসূন-বৃক্ষলতায় রচিত, সর্ব্বজন-মনো-রঞ্জনকারী, কাননভ্রমণাক্লান্ত দম্পতীযুগলের পবিত্র প্রেমালাপোপযোগী রহস্যাশ্রম। এখানে সরসী-জলে হংস, সারস, বক, চক্রবাক্, প্লব, কাদম্ব, কারণ্ডব, মদগু, দাত্যুহ প্রভৃতি প্রফুল্ল জলচর পক্ষিগণ গ্রীবা বক্র করিয়া হেলিয়া দুলিয়া কহ্লার, কুমুদ, কুন্দ, কমলদল সঙ্গে কেলি করে। এখানে চূতাঙ্কুরাস্বাদ-কষায়-কণ্ঠ কোকিল-কণ্ঠোদ্ভূত কম্পিত কূজন কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করে। ময়ূর, চকোর, চাতক, জীবঞ্জীবক, খঞ্জন, হারিত, শতপত্র, শুক, ভৃঙ্গ, কলবিঙ্ক, প্রিয়ক প্রভৃতি নানাবিধ বিহঙ্গমকুল ফলপুষ্পভারাবনত পাদপ-পল্লবোপরি উপবিষ্ট হইয়া, সুখে সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করে। সহকার সকাশে মঞ্জুল মঞ্জরী মাঝে মধু-মুগ্ধ মধুকর-নিকর মধু লোভে মাধুরীময় গুণ গুণ স্বরে গান গেয়ে মধু ভিক্ষা করে। নীল, পীত, শ্বেত, রক্ত,

কপিল, কপিশাদি বিভিন্ন বর্ণের বিকশিত সুরভিপ্রসূন-পুঞ্জ-কুসুম-কাননে, মৃদু মন্দ মলয়ানিলহিল্লোলে তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া, জলপদ্ম-মকরন্দ-সুবাসিত গন্ধবহে গন্ধ মিশাইয়া দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করে। এখানে নানা বেশধারিণী হাসিনী উর্ব্বরা, মনোহরা, উর্ব্বশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী, রুচি, ঘৃতাচি, মেনকা, রম্ভা, দান্তা, চিত্রা, প্রভা প্রভৃতি অসামান্যা রূপযৌবনসম্পন্না, অপূর্ব্ব সুন্দরী, গীত-নৃত্য-নিপুণা নারীকুল-ললামভূতা অপ্সরীগণ গান ও নর্ত্তন করে, সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ব্বগণ বীণা, মৃদঙ্গ, মুরলী, করতালাদি বিবিধ বাদিত্রে সঙ্গত ক্বণন করে। অদূরে বিহগকুল-নিনাদিত বহুবিধ কুসুম সুশোভিত, সুখচ্ছায়াসমাবৃত বনরাজি বিরাজমান। তথায় কোন স্থানে ঝিল্লিগণ নিনাদ করে। কোথাও ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিয়া এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিয়া কুসুমকুলের সহিত প্রেমালাপ করে। আর

কুটজ, কুঙ্কুম, কুন্ত, জম্বু, হরীতক।
মধূক, মন্দার, পীলু, প্লক্ষ, বিভীতক॥
মোচক, মাধবীলতা, সপ্তপর্ণ, শাল।
অরিষ্ট, অশোক, লোধ্র, নারিকেল, তাল॥
খর্জ্জুর, খদির, করবীর, কর্ণিকার।
তিন্তিড়ী, বদরী, দেবদারু, কোবিদার॥
আমলকী, আম্রাতক, কদম্ব, কদলী।
নাগরঙ্গ, নাগপুষ্প, শাকট, শাল্মলী॥
পুন্নাগ, পাটল, আম্র, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন।
ঝাবুক, তিন্দুক, বিল্ব, বকুল, বরুণ॥
পারিজাত, কর্ম্মরঙ্গ, বেণু, মুঞ্জাতক।
শিংশপ, কিংশুক, করমর্দ্দ, ভল্লাতক॥

দাড়িম্ব, বেতস, বট, চম্পক, জম্বীর।
হিঙ্গুক, লচুক, বীজপূরক, আঞ্জীর॥
ইন্দীবর, উডুম্বর, পনস, পিয়াল।
করঞ্জক, কুরুবক, কেতক, তমাল॥
ফল পুষ্প সুশোভিত দ্রুমদল যত।
অদূরে বিরাজ করে শোভা ধরে কত॥

তথায় সিংহ, শার্দ্দূল, তরক্ষু, বরাহ, বানর, ভল্লুক, গণ্ডক, মহিষ, মাতঙ্গ, মার্জ্জার, মূষিক, বৃক, শিবা, শল্য, কৃষ্ণসার, শম্বর, চমর, রুরু, ঋশ্য, ময়ূর, ভুজঙ্গম, কুক্কুট প্রভৃতি নানাবিধ জীব জন্তু পরস্পর মিত্রভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, ও গিরিগাত্রোদ্গত ঝর্ঝরিত ঝরনি নির্ঝরে তৃষ্ণা নিবারণ করে; তমিস্রা ত্রিযামা আগতা হ'লে, নীল নভোমণ্ডলের অগণনীয় নিখিল নক্ষত্রগণের ঝিকিমিকি, নিম্নতলে ক্ষীণ ভাবে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে, নিবিড়ান্ধকার বনমধ্যে খদ্যোতপুঞ্জের মিটিমিটি আকার ধারণ করে। আবার এদিকে কোথাও সুবিশাল স্বচ্ছ স্ফাটিক জলাধারে, সুগন্ধ গোলাপ-নির্যাস-নীরনিহিত মনো-নয়ন-নন্দন কাঞ্চন লোহিত রজত কান্তি মীনগণ সুখে সন্তরণ করে। কোথাও শ্বেতোজ্জ্বল মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত পুষ্পলতা-বিজড়িত কনক-কমলাসনোপরি-স্থাপিত, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি অপ্সরী-কিন্নরী-মূর্ত্তিমুখোচ্ছাসিত, সূত্র-সূক্ষ্ম-সুরভি-সলিলধারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া কণাকার ধারণ করিয়া. শীতলীকৃত সমীরণ সঙ্গে উড্ডীয়মান হয়। সরোবরতটে শিরীষ-কুসুম-বিনিন্দিত সুকোমল সুন্দর গালিচায় আসীন হইয়া, চতুরানন বোধ করি বেদ চতুষ্টয়ের প্রুফ্ সংশোধন করিতেছেন। কুসুম-সৌরভবাহী, সলিল-শীকর-সম্পৃক্ত-সুশীতল পবিত্র পবন ব্রহ্মাকে বীজন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে স্বয়ম্ভূ, মরকত মঞ্চোপরি স্থাপিত, রজতময় পদ্মরাগ-প্রেক্ষণ হংসাকৃতি ফরসিতে, প্রবালময় পল্লবদণ্ডে

কণককটোরাচ্ছাদিত কণক কলিকায় ক্লান্তি, শ্রান্তি, শোক-তাপহর গোলাপ-কস্তুরী-সংসৃষ্ট তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। আশীবিষ সদৃশ বক্রাকার, স্বর্ণসূত্রে মুক্তা-গ্রথিত সুদীর্ঘ আলবোলার দ্বিরদ-রদ-খোদিত নানাবিধ কারুকার্য্য শোভিত মাতঙ্গমুখ মুখনলে মুখ দিয়া, পদ্মগন্ধ-নির্ম্মল-নীরে নির্ম্মলীকৃত ধূম মৃদু মন্দ ভাবে ফুৎকারোৎক্ষিপ্ত করিয়া সৌরভ বিস্তার করিতেছেন। প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে এমন একাগ্রচিত্ত, যে এখনও আমার আগমন অনুভব করেন নাই। দেখিতেছি ধ্যান মন্ত্রে বিরিঞ্চির চিত্তাকর্ষণ করিতে হইল।

বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সুরয়ে
কমণ্ডল্বক্ষমালা-স্রুক-স্রুবহস্তায় তে নমঃ।

মহাশয় প্রণাম হই।

ব্রহ্মা। বাবাজী যে, অসময়ে?

বিষ্ণু। গরজ বড় বালাই। বিশেষ কার্য্যানুরোধ ব্যতীত মহাশয়কে বিরক্ত করিতে আসি নাই।

ব্রহ্মা। সে কি বাবাজী, আমি আপনার আশ্রিত, এ আপনার ভবন, আপনার উদ্যান, যখন মনে করিবেন তখনই আসিবেন। আপনার আগমনে বেদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না।

বিষ্ণু। বেদ সমাধার আর বিলম্ব কি?

ব্রহ্মা। যুদ্ধের জন্য কাগজের টানাটানিতে যা' কিছু বিলম্ব। তবে তা'তে কিছু ক্ষতি হ'বে না। কেননা বেদের নব সংস্করণে অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে, এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

বিষ্ণু। নব সংস্করণের কারণ কি?

ব্রহ্মা। বাবাজী, এখন তো আর সে কাল নাই। সময়োপযোগী না হ'লে গ্রাহক হ'বে না। তাই কলিকালোপযোগী করে নব সংস্করণের

আবির্ভাব। সাবিত্রী সুন্দরীর কথামৃত সংযোজনায় বেদ চতুষ্টয়কে পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষণীয় করিতে হইতেছে। কেননা, আজকাল গৃহিণীর কথাই বেদবাক্য।

বিষ্ণু। সুন্দর কল্পনা। তবে অধীনের এক নিবেদন আছে; ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। গ্রাহক ভুলাইবার জন্য বিশেষ কৌশলের আবশ্যক। কোনও এক গীতা উপনিষদ বেদ বেদান্তাদি বাক্য বিশারদ শাস্ত্রচক্ষুর ভূমিকারূপ ঠোকর লাগাইয়া, সুন্দর আর্ট পেপারে নানা বরণের বিচিত্র দেব-দেবীর ও দৃশ্যাবলীর চিত্র দিয়া, স্বর্ণাক্ষর-খোদিত মলাটে বাঁধাইয়া এই নব সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে। তার পর সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদকবর্গকে, এক বিরাট ভোজে আবাহন করিয়া, চোর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাহাদের দ্বারা সুবিস্তৃত সুন্দর সমালোচনা করাইয়া লইতে হইবে। ঘাটে বাটে হাটে বাজারে বাইসকোপে আর ষ্টেশনে ষ্টেশনে বড় বড় প্লাকার্ড মারিয়া দিতে হইবে। তাহাতে লিখিয়া দিতে হইবে "কলির বেদ, যাহা নাই ইহাতে, তাহা নাই ভারতে। হাসি আছে, কান্না আছে, রস আছে, কস আছে, নাই শুধু নিরাশ"। তারপর নারদ ঋষিকে ভাল রকম কমিশন কড়ার করিয়া, গ্রাহক সংগ্রহের এজেন্ট স্বরূপ পাঠাইতে হইবে। কাটতি না হয় আমি দায়ী। তবে এসব না করিলেও আপনার কোন চিন্তার আবশ্যক নাই। কেন না, ভূতভাবন ভবানীপতি স্বয়ং আশুতোষ আপনার সহায়; তিনি ইচ্ছা করিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই সংস্করণ পাঠ্যগ্রন্থ নির্ব্বাচিত করিয়া দিতে পারিবেন। দেবসভা, ইন্দ্র-সভা, রাজসভায় এই মহাকাব্যের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করে, আপনার গলায় জয়মাল্য দিয়ে, গ্রন্থের গুণগরিমা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন।

ব্রহ্মা। তা', বাবাজী যা' ভাল মনে করেন তাই হ'বে। (যমকে

দেখিয়া ) অকালে কালের আগমন! অবশ্য কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে। যমের শরীর এমন শীর্ণ কেন ? কোন পীড়া হইয়াছে নাকি ?

বিষ্ণু। যমরাজ মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত। সদাশিব যমকে পদচ্যুত করিয়াছেন। এই পরোয়ানাখানি পাঠ করুন।

ব্রহ্মা। ( পাঠ করিয়া ) যমের এ বিপদ ঘটিবে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর হইল যমরাজ কার্য্য পর্য্যালোচনায় সম্যক পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। উনি এমনই ভীরু যে, পরশ্রীকাতর দুর্দ্দান্ত নরাধমদিগের নিকটে যাইতেন না। কেবল নিরপরাধ মধুরস্বভাব মহোদয়গণকে নিহত করিয়াছেন। সদাশিবের তো দোষ দিতে পারি না। তিনি উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন।

বিষ্ণু। যম আপনার সন্তান। সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও মার্জ্জনীয়। যম বহুকালের চাকর, উহাকে একেবারে পদচ্যুত করা বিচার সঙ্গত হয় না।

যম। ভগবন্ চতুর্ম্মুখ, সন্তানকে একবার মার্জ্জনা করুন। আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কখন আমাকে কর্ম্মে অমনো-যোগী দেখিতে পাইবেন না।

ব্রহ্মা। বাবাজীর অভিপ্রায় কি ?

বিষ্ণু। মার্জ্জনা করা।

ব্রহ্মা। আই কঙ্কার। আমি অকপট-চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম।

বিষ্ণু। তবে এই দণ্ডেই মহেশ্বরভবনে গমনের অনুমতি হইলে কৃতার্থ মনে করিব। গরুড়ের নূতন জুড়ি আনি নাই। মোটর আনিয়াছি। একদণ্ডে যাইবেন, একদণ্ডে আসিবেন।

ব্রহ্মা। বাবাজী, অদ্য বেলাবসান হইয়াছে। সন্ধ্যার পর মহেশ্বরকে স্বভাবে পাওয়া ভার ; অতএব যমকে অদ্য বাড়ী যাইতে বলুন। কল্য

প্রভাতে আট্‌টা না বাজিতে বাজিতে মহেশ্বরের নিকট্‌ গমন করিব। ( যম ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন ) ( বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া ) বাবাজী আহার না করিয়া যাইতে পারিবেন না। শচীনাথ টড্‌ হিট্‌লির পোর্ট পাঠাইয়াছেন ; আপনার অনাগমে তাহা খোলা হয় নাই। আসুন ভোজনাগারে গমন করি।

[ প্রস্থান ]

# চতুর্থ অঙ্ক।



## প্রথম গর্ভাঙ্ক।



মহাদেবের প্রাসাদের সম্মুখ।

ভূত-প্রেতিনীগণের নৃত্য।

ভূত-প্রেত। কলিকালের কাণ্ড দেখে, অবাক ত্রিভুবন।
পিতামাতা পর, শ্বশুর শ্বশ্রূ আপন জন॥
গৃহিণী বিধাতা, হর্ত্তা কর্ত্তা, ভর্ত্তা যেন ভৃত্য।
কথার উপর কথা হ'লে, রেগে করে নৃত্য॥
ভাইকে ঘরে, এনে করে, সতীন পোকে দূর।
তা'তেও খুসী হয় না ভাবে, মৃত্যু কত দূর॥
সর্ব্বে সর্ব্বা বড় বাবু, প্রথম পক্ষের ছেলে।
ঝি-চাকরের নীচে যায়, দ্বিতীয় পক্ষ এলে॥
খাবার দাবার পাবে যদি থাকে কিছু পড়ে।
নইলে সব চুপ চাপ, ক্ষুদায় জ্বলে মরে॥
বাবা আর বাবা নয়, নূতন খোকার বাবা।
পক্ষ-দোষে ভ্যাবা-চ্যাকা, সকল তা'তেই হাবা
হয় ত মনে দুঃখ হয়, ভয়ে বচন হরে।
কু-মন্ত্রনায় মন বদলে পুত্রে শত্রু করে॥
চিনির বলদ বাবু আনে, টাকা ছালা ছালা।
সিন্নিথেকো গিন্নী রাখে, লুট্‌পাট্‌ করে শালা॥

ছেলে বেচে নিচ্চে টাকা, গলায় দিয়ে রস্সুড়ি।
কাল খাঁদা প্যাঁচা মেয়ে, টাকার জোরে সুন্দরী॥
ছেলেগুলো, বাড়ায় ঝুলো, দেখলে সিগারেট্।
সাহেব সেজে, মদের সেবা, কচ্চে ফাষ্ট্ রেট্॥
ভাবে সব হতজ্ঞান, নিজে শুধু বুদ্ধিমান।
ভারতমাতাকে দেয়, পিতামাতা বলিদান
বেহদ্দ বেহায়া, ছেলের লজ্জা-সরম নাই।
সবার মাঝে, বোয়ের পাছে, ঘুচ্চে সর্ব্বদাই॥
করে ফুষ্টি-নাষ্টি অনুক্ষণ, লেখা-পড়া ফেলে।
ন্যাওটোপনার দোষে, যেন এঁড়ে লাগা ছেলে॥
বৌকে নিয়ে পাশে শুয়ে, পড়ে পরীক্ষার পড়া।
বাপ-মা কিছু বল্লে, বলে গলায় দিব দড়া॥
বউটী গেলে বাপের বাড়ী, ত্যক্ত করে মাকে।
বাপকে বলে কৌশলে, আনবেন কবে তা'কে॥
বৌকে কিছু বল্লে ছেলে, বেজায় বেজার হয়।
তাই না দেখ বউ বিগড়ে কটু কথা কয়॥
নাই পেয়ে পুতের বধূ, মাথায় চড়ে বসে।
ঘাড়ে ধরে শাশুড়ী মাগীর ছালে মুখ ঘসে॥
শ্বশুর শুধু দেবে থোবে, নইলে পাবে দুখ্।
তোলো-হাঁড়ি মুখে বউ, বাক্যবাণে বেঁধে বুক্॥
নয়তো কথা কোরে বন্ধ, বাপের বাড়ী যায়।
স্বামী গিয়ে, আসে নিয়ে, পড়ে' তা'র হাতে পায়॥
কাজ কর্ম্ম করে না কিছু, কেবল শুয়ে থাকে।
তুল্‌তে তারে পড়্‌তে হয়, বিষম বিপাকে॥

চিঁ চিঁ কোরে সদাই বলে, শরীর বড় মন্দ।
গলার চোটে গগন ফাটে, করে যবে দ্বন্দ্ব ॥
দজ্জাল শাশুড়ী কাছে, জটিলে-কুটিলে হারে।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়ে, বৌকে মিছে ঠোনা মারে ॥
চাকর বামুন করে দূরে, বৌটি খেটে মরে।
কুবচনে অনশনে, তা'রে হাড্ডি সার করে ॥
তবু রুষ্ট, নহে তুষ্ট, সদা দুষ্ট কথা বলে।
ছেলের বিয়ে দিয়ে বাঁচি, তুই আবাগি ম'লে ॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দাদা কর্‌চে টাকা।
ভায়ার ভাবনা বাবু গিরি, গাড়ি জুড়ি হাঁকা ॥
রঙ্গ রস, নেশা নিয়ে, বাইরে বাইরে থাকে।
খেতে এলে সবাই ব্যস্ত, ত্রস্ত ষাঁড়ের ডাকে ॥
কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, তাই কি করিবে আর।
ছোটে হাইকোর্টে ভাগ নিতে দাদার টাকার ॥
না পরে না খেয়ে পেটে, মানুষ করলে যা'কে।
সে দুঃসময়ে তোমার দুঃখে চক্ষু বুজে থাকে ॥
তাইতে পণ্ডিতে বলে, কোর্ব্বে না ও অপকার।
আমি ত করিনি ওর কোন কিছু উপকার ॥
ঘরজামাতা লাতি ঝ্যাঁটা পত্নীর কাছে খায়।
বাড়ি এসে ঠাণ্ডা হ'য়ে গুটি গুটি ফিরে যায় ॥
ছেলে পিলে স্বামী ফেলে, মার কাছে মেয়ে থাকে।
শান্তি সুখে মজা মারে, তাদের ফেলে বিপাকে ॥
টাকা ধার দিয়ে যদি শোধবার কথা কবে।
দেনদার আলাপির কাছে ছোট লোক হবে ॥

ভাল কথা বল্লে বলে ও নিজের স্বার্থ চায়।
গুরু গিয়ে জড়-সড়, শিষ্য পাছে চটে যায়॥
দিয়ে চক্ষু-লজ্জা জলাঞ্জলি, কত ব্যারিষ্টার।
ফি খেয়ে দেয় না দেখা, কি বিষম ব্যভিচার॥
জেনে শুনে একিদিনে, থলি ভরে নিচ্চে ব্রিফ্।
কারুর কাছে হচ্চে সাধু, কারুর কাছে থিফ্॥
টুর্নি যিনি বিচ্ছু ঘুঘু, গলাকাটা ধাপ্পাবাজ।
খপ্পরে পড়িলে তার মক্কেলের ট্যানা সাজ॥
আচার-বিচার হিন্দুয়ানী হয়েছে বিদায়।
অশৌচে মাছ চলেছে, নিরমিষ জুতো পায়॥
বিলেত গিয়ে বিবি বিয়ে, হ্যাম বিফ্ ভোজনে।
থাকে জাত, পাদ্রিসাত, কাজ কি যিশু ভজনে॥
মুসলমানের সঙ্গে খানা, সমাজেতে চলে।
লুচি শুচি মুচি বাড়ি, কথায় কথায় বলে॥
ছিল কালিঘাটে, গঙ্গাস্নানে, বে-আব্রুর জাঁক।
মটর মদ্দা সকল পর্দ্দা কল্লে ফর্দ্দা ফাঁক॥
পুত্রবধূ বাবা বলে, ঠাকুর বলে না।
ননদে দিদিমণি, ঠাকুরঝি আর চলে না॥
মেয়েকে ভজায় আল্লা, ঘুচ্‌বে ব্যানের রঙ্গ।
নিজের নাক কেটে করে পরের যাত্রা ভঙ্গ॥
দীনে দান দুঃখ দূর কত্তে টাকা অনটন।
টাইটেল লোভে টাকা ঢালে জলের মতন॥
ধর্ম্মের পার্ব্বণ পূজা যেন সান্ধ্য সম্মিলন।
নাচ, গান, খানা, মদ চলে সেথা অণুক্ষণ॥

প্রতিমা আরতি কালে, বাবু বন্ধু নিয়ে ঘরে।
মজা মারে, পূজা দেখে ছোটলোকে ভক্তিভরে ॥
কেশ তৈলে কবিরাজি, দ্বিতল ত্রিতল বাটী।
কুইনিনে শঙ্খবটী, নাড়ীজ্ঞান জ্বর-কাটী ॥
টাকার খাতিরে শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালবাসা পায়।
টাকা ভিন্ন গিন্নী ক্ষুণ্ণ পুত্র ভিন্ন হ'য়ে যায় ॥
ধন-বৃদ্ধি সিদ্ধি আশে, ধনী ভাই ভেসে পড়ে।
টাকার গরমে গর্ব্বে, ধরা সরা জ্ঞান করে ॥
অনুগত যা'রা, তা'রা খোসামোদ করে তা'র।
অন্যায় করিলে বলে, ধন্য ন্যায় অবতার ॥
নাতি হলে, তার জন্যে, চখে বন্যে বয়ে যায়।
ছেলের ভয়েতে ভেকা, বাবা হাবুডুবু খায় ॥
পত্নী সতী, পতি অতি লম্পটদের পা ঝাড়া।
লক্ষ্মী ছেড়ে মরবে ঘুরে, অলক্ষ্মীদের পাড়া ॥
অসুখ হ'লে সর্ব্বনাশ, মাথায় বজ্র পড়ে।
বদ্দি চাবে ষোল টাকা, অন্ন বস্ত্র নাই ঘরে ॥
ধার করে ভিজিট দিয়েও নিস্তার না মেলে।
ঔষধ পথ্য সবই ব্যর্থ, চেঞ্জে নাহি গেলে ॥
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেখবে দলাদলির ঢেউ।
বয়া ছেড়ে ভাসতে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে কেউ ॥
পরীক্ষা পাঠের কাণ্ডে, লণ্ড ভণ্ড ছাত্রগণ।
খোষামোদে পরীক্ষক পাঠ্যগ্রন্থ নির্ব্বাচন ॥
স্পোর্ট, ম্যাচ, থিয়েটারে ছেলেদের সর্ব্বনাশ।
লেখা পড়া দফা রফা, খেলা ধূলা বারমাস ॥

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহাদেবের কক্ষ।

মহাদেব ও ভগবতী।

ভগবতী। তোমার সকলই যেন কেমন কেমন। অমন ল্যাজারাসের বাড়ীর কৌচ থাকৃতে বাঘের ছালে বসে চা খাওয়া! ছি! তা' আবার কমণ্ডলু ভরে'! কেন অস্‌লারের বাড়ীর বেলোয়ারি বাটীগুলোর কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে?

মহাদেব। কোমল শয়ন, ধূলার আসন,
কাঁচ ও কাঞ্চন মাটীর বাসন—
সকলি সমান দেখে এই জন।

এখন যা' কচ্চ তাই কর না। তোমার মৃণাল হাতে ঝিনুক দিয়ে ঘামাচি মারা আমি বড় ভালবাসি। (চা পান শেষ করিয়া) ভগবতি, আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। পাচিকাকে বলিও আমাকে মৌরলা মাছের ঝোল দিয়ে চার্‌টী ভাত দেয়।

ভগবতী। রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করেছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখ্‌ব মনে ছিল না। তা' এই যত দোষ ঐ নন্দী বেটার। বল্লে কি, নূতন বাজারে গাঁজা কিন্‌তে গিয়ে শুনেছিল, ব্রাণ্ডীতে নেশা না হ'লে মরফিয়া মিশিয়ে দেয়, আর সিদ্ধিতে নেশা না হ'লে ঝুল মিশিয়ে দিতে হয়। তোমার সিদ্ধিতে নেশা হয় না বলে নন্দীকে গালাগালি দাও, তাই সে ষাঁড়ের ঘর হ'তে কতকটা ঝুল এনে সিদ্ধিতে মিশিয়ে দেয়।

মহাদেব। ওঃ! তাইতে নেশার অত ঝোঁক। আমার এইটুকু

মনে আছে, যে নেশার প্রথম উত্তমে "ব্রেভো নন্দী" বলিয়া হাসিতে লাগিলাম। হাসির চোটে দম্ ফাটে ফাটে, এমন সময় নেশা পেকে এল। তোমার গায়ে ঢলে' পড়্লাম। বস্, তা'র পরেই সানাইএর ভোরাই শুনে চোখ খুলে দেখি একেবারে ফর্সা।

ভগবতী। ঢলে' পড়েই ওয়াক্। বমন প্রবাহে শয্যা ভাসমান। আমি একেবারে হাবুডুবু। শয্যা ফেলে নূতন শয্যা করে তোমায় শোয়ালেম। খিড়কির পুকুরে সাবান মেখে স্নান করে নূতন কাপড় পরিলাম। তবু যেন গন্ধ যায় না। শিশি শিশি কাশ্মীর বোকে গায়ে ঢাল্লাম, তোমার গায়ে দিলেম, বিছানায় দিলেম, তারপর বাতাস দিতে দিতে তুমি ঘুমিয়ে পড়্লে।

মহাদেব। প্রেয়সি, আমি তোমার রাঙ্গাপদে, পদে পদে অপরাধী। আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করে, বিনীত ভাবে বল্‌চি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও যমের প্রবেশ) ব্রহ্মা আমি ভগবতীর ধ্যান কচ্চিলাম। আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমার হ'য়ে দুটো কথা বলুন।

ব্রহ্মা। অভয়ার অভিমান হ'ল কিসে?

মহাদেব। গত রাত্রে সিদ্ধিরস্তু—অ—আ হয়েছিল। সুতরাং অভয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছিল।

ব্রহ্মা। ও ত আপনার সাপ্তাহিক রঙ্গ; কিন্তু সুশীলা শৈলবালা সেজন্য ত কখন অভিমান করেন না।

মহাদেব। বাবা, হাসির মার্ বড় মার্। অপরাধ করিলাম, অপরাধোপযুক্ত ঘা কতক প্রহার কর, দেনা লহনা সমান হয়ে যাক্। তা' না করে ফিক্ ফিক্ করে হেসে সাদর সম্ভাষণ করিলে, অতিশয় কুণ্ঠিত হ'তে হয়।

ভগবতী। ঠাকুর, আপনি ওঁর কথায় কর্ণপাত কর্‌বেন না। উনি অষ্ট প্রহর আমার সহিত ঐরূপ উপহাস করিয়া থাকেন। আমি ওঁয়ার চরণ-সেবার দাসী, আমার নিকটে কুণ্ঠিত কি ?

মহাদেব। না হে চতুর্ম্মুখ, অন্নদা আমার জটের উকুন। সতত শিরোধার্য্য। দাসী বলিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছেন।

ভগবতী। তবে নখরে নখরে নিপাত কর। যমের বাড়ী চলে যাই।

মহাদেব। ভগবতি, তোমার যম জামাই দুই উপস্থিত। যাহার কাছে ইচ্ছা তাহার কাছে যাও।

[ ভগবতী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন ]

যম এমন ম্রিয়মাণ কেন ?

ব্রহ্মা। আপনি রসাকর্ষণী মূল ছেদন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছেন তরু শুষ্ক হইল কেন ? যম আমাদের অতিশয় অনুগত। উহাকে আপনার মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমার এবং নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। যম অপরাধী নহে, আমরা এমন কথা বলি না। যম সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী। আপনি একাকী যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়রাম দত্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন ; তৎসাঙ্গত্য পক্ষে আমাদিগের কিছুমাত্র তর্ক নাই। তবে অরুণাঙ্গজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া, তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।

মহাদেব। ( অতিশয় বিস্মিত হইয়া ) ব্রহ্মা আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম্ম করি না। আপনি এত ক্ষণ কি প্রলাপ বক্তৃতা করিলেন, আমার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। বোধ হয় গত যামিনীতে আপনার মাত্রাতিক্রম

হইয়া থাকিবে। আমি যমের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন স্পর্শ করি নাই; আর আপনি বলিতেছেন আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। কোন্ দিন বলিবেন আমি ত্রিদিবাধিপতিকে দ্বীপান্তর করিয়াছি।

ব্রহ্মা। "সদাশিব" স্বাক্ষরিত পরোয়ানাখানি মহাদেবকে দেখাও তো বাবাজী।

মহাদেব। (পরোয়ানাখানি অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া) এ পরোয়ানা আমার দপ্তর হইতে বাহির হয় নাই। স্বাক্ষরটী আমার স্বাক্ষরের ন্যায় বটে, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি, এ আমার স্বাক্ষর নহে। যমরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এক মাসের মধ্যে আমার সেরেস্তায় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং এমন পরোয়ানা বাহির হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তুমি কি চার্য্য বুঝাইয়া দিয়াছ?

যম। আজ্ঞে হাঁ।

মহাদেব। আমার বোধ হয় অসুরেরা এ কাণ্ড করিয়া থাকিবে। অনেক কাল দেবাসুরে যুদ্ধ হয় নাই; এই পরোয়ানা যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব করা উচিত নহে; এই দণ্ডে দণ্ডধর নিকেতনে গমন করিতে হইবে।

বিষ্ণু। ভাল যম, কুড়রামের সমভিব্যাহারে সৈন্য-সামন্ত কত আসিয়াছে?

যম। জনপ্রাণী না। কিন্তু মহাশয়, কুড়রাম একা এক সহস্র। আপনি কৃষ্ণাবতারে কংসালয়ে হাতে মাথা কাটিয়াছিলেন। কুড়রাম ধমকে কয়েকজন বাহকের মুণ্ড উড়াইয়া দিয়াছে।

ব্রহ্মা। শচীনাথকে সংবাদ দেওয়া উচিত।

বিষ্ণু। বহ্বারম্ভ অপ্রয়োজন। যেহেতু আমার প্রতীতি হইতেছে যে, কোন আমোদপ্রিয় লোক যমকে উদমাদা রকম দেখিয়া, যমের সহিত কৌতুক করিয়াছে। কুড়রামকে দেখিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। চলুন, স্পেসিয়াল্ ট্রেনে যমের সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করি।

[ সকলের প্রস্থান ]

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যম-সিংহাসনে কুড়রাম ও পারিষদবর্গ।

চিত্র। ধর্ম্মরাজ, যমালয়ের কারাগারগুলো অপ্রশস্ত বলিয়া, বন্দীগণের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। যেরূপ লোক আসিতেছে, বোধ হয় দুটী কারাগারের আবশ্যক হইবে।

কুড়রাম। You no business. তুমি কোনও কাজের নও। আমি রাস্তা বাত্‌লে দিচ্ছি, Jail larging no wanting. এই war timeএ P.W.Dর খরচ একেবারে shut your tongue একদম্ বন্ধ। শোন, first,—কাইজার বেটাকে এখনই বেঁধে নিয়ে এস। বন্যার জলের মতন যে লোক আস্‌চে, দেখ্‌বে থামা খেয়ে যাবে। তারপর, অকাল-মৃত্যুকে hand cup foot cup করে জেলে ফেলে দাও। বেটা অনেক damage করেছে। তা'কে ঘানিতে জুতে' দেবে। এক মাসের মধ্যে jail half empty-house হ'য়ে যাবে।

চিত্র। অকালমৃত্যু পুরাতন যমের বড় প্রিয়পাত্র এবং সভা হইতে নিযুক্ত। তাহার কারাবাসানুজ্ঞা আপিলে খণ্ডন হইতে পারে।

কুড়রাম। কি! word upon word. আমি Full Bench. আমিই প্রিভি কৌন্সিল। আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল। তোমাকে যে হুকুম দিচ্চি তুমি তাই তামিল কর্‌বে। Don't see ফিউচারিটি। কুচ্ প্রয়োজন নাহি হ্যায়।

চিত্র। হুজুর মালিক। অপরাধ হ'য়েছে ক্ষমা কর্‌বেন। আপনি রাগ কর্‌লে এ গরিব যায় কোথায়। অধীনের আর স্থান নাই।

কুড়রাম। কি বল্‌তে কি বলে ফেলেছি, কিছু মনে করোনা। Don't care করে দাও না বাবা।

চিত্র। যে আজ্ঞা হুজুর।

কুড়রাম। শোন, আর এক কাজ কত্তে হ'বে। এই লোকেদের এখানে আস্‌বার একটা Time Table করে দিতে হ'বে। যেমন eighty অমনি call the witness, আশী হলেই এখানে আসিতে হ'বে। আশীর বেশী হলেই কষ্টের আর boundary থাকে না। সময় ঠিক রইল। আসিবার আগে সব গোচগাচ করে যাকে যা' দেবার দিয়ে আসিতে পারিবে। কাজেই Partition Suit উঠে যাবে। মক্কেলের বিষয়ে Attorney আর ভাগ বসাতে পারিবে না। মোটা Bill of cost'ও হবে না। পুরান মনিবের দল চটিবে। তা' চটে চটুক্। বড় বাড়াবাড়ি দেখা যেত। Room's enemy বিভীষণ, old adverb চিরকেলে আবাদ।

চিত্র। যে আজ্ঞা। খাতা খুলে' যেমন দেখ্‌ব আশী হয়েছে অম্‌নি সমন পাঠাব।

কুড়রাম। সাবধান। তোমার একটা ভারি বদনাম আছে।

সেরিফে সমন ডেলেভর করিবার সময় তুমি নামের the end না করে, রেজিষ্টারির পাতা উল্টে ফেল। তা'তে কি হয় জান? অনেক সময়ে বুড়ী মাগী নাতির নাতি দেখে' Heaven ক্যাণ্ডেলিফায়েড্ হ'য়ে যায়। আর তা'র চখের সাম্নে দিয়ে বুড়ো নাতিপুতি এখানে চলে আসে, কিন্তু তার আসিবার নামটী পর্য্যন্ত নাই।

চিত্র। আজ্ঞে হাঁ। এ রকম মাঝে মাঝে হয় বটে। তবে অবসর মত খাতার পুরাতন পাতা পরীক্ষা করি তা'তেই ভুল সংশোধন হ'য়ে যায়।

কুড়রাম। এই হলেই তোমাদের bad famous অনেকটা কমে যাবে। তবে আর একটা আইন আপিল কত্তে হ'বে। একেবারে উঠিয়ে দিতে হ'বে। কোম্পানী বাহাদুর স'মরণ অনেকদিন Rise করে দিয়েছে; তা'দের সঙ্গে চালাকি নয়। সম্মুখ সমরে পড়ি বর চিঁড়ামণি হ'য়ে যাব। কাজেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স'মরণ আইন জারি কত্তে হবে। পুরুষগুলোর উপর যখন সমন সার্ভ কর্ব্বে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্ত্রীদেরও সমন দেবে। তাদের সাবার করিবার আগেই এদের সাবার করিবে। বিধবা কথা ডেক্সনারি থেকে উঠে যাবে। লম্ভখোর চৈতন চুট্‌কি ভট্‌চায্যি বামুনদের mistake ruling দেখিয়ে, কিঞ্চিৎ ট্যাকস্থ করা ঘুচে যাবে। আর বিগ্‌গজ্ বিগ্‌গজ পণ্ডিতদের তর্জা গান বন্ধ হ'য়ে যাবে।

চিত্র। যে আজ্ঞা। তবে মা ঠাক্‌রুণদের তখন তো আশী বৎসর বয়স হ'বে না। আইনে বাধিবে যে।

কুড়রাম। আইনের বইতে দেখেছি মাঝে মাঝে Eruption থাকে। শুনেছিলেম সেগুলো নাকি ছাড়ের লিষ্টি। তা' ওটাকেও একটা ছাড়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া যাবে। আর বিশেষত মায়েরা

তদ্দিনে সকলেই সত্তর পেরিয়ে যাবেন। কুড়ি পেরুলেই বুড়ী। তা' সত্তর তো ঢের হ'য়ে গেল, তবে গোটাকতক পিত্তিরক্ষে ক্লাসের পক্ষে আইনটা কিছু কড়া হ'বে, বৃদ্ধস্য তারিণী ভার্য্যা। বুড়োকে তরাতে গিয়ে সকাল সকাল তা'দের থিয়েটারের ড্রপ্ পড়ে যাবে। কি করিব, নাচার। তা'দের কপালের দোষ।

( ত্রিমূর্ত্তি ও যমের প্রবেশ )।

মহাদেব। দোষ তো বটেই। তবে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বাপু তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন কর্‌লে ?

কুড়রাম। প্রভো, আমি লোচনপুর কাছারির আটচালায় শয়ন করেছিলাম। আমি স্বইচ্ছায় আসি নাই। যমের বেহারারা আমায় এখানে নিয়ে এসেছে। এখানে পৌঁছে প্রথমে ভ্যাবাচাকা লেগে গেল। অচেনা দেশ; সহায় সম্পত্তি হানি, কি করি, এক পরোয়ানার জোরে যমকে ডিস্‌মিস্ করিলাম। আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম। পরোয়ানায় হুজুরের নামটী জাল করে দিয়েছিলাম। হুজুরের পায়ে পড়ি আমায় ক্ষ্যামা করুন। আমি ধ্যান্নিত্যং মহেশং, রজত নিরীহং, চারুচন্দ্র বতংসং ধ্যান কত্তে কত্তে সই করেছিলাম। ভবানীপতি ভোলানাথ গরিবের দোষ ভুলে যাও বাবা, আমায় ক্ষ্যামা কর।

মহাদেব। বাপু কুড়রাম, জাল করা অতি গুরুতর অপরাধ।

কুড়রাম। আজ্ঞে দেবাদিদেব তা' শুনা আছে। ও একেবারে সেসন কেস্। তারপর কোম্পানির পয়সায় সমুদ্দুর যাত্রা আর যাবজ্জীবন দেশ ভ্রমণ।

মহাদেব। তোমার উপর সেই দণ্ডই হইল। তুমি যা' করেছ, তা' কেউ কখনও করেনি। "যম-জব্দ"। দ্বীপান্তর স্বরূপ তোমাকে

লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর আটচালাতে যেমন ছিলে তেম্‌নি রেখে আস্‌বে। কে আছ, নিয়ে যাও একে, মর্ত্ত্যে রেখে এস।

[ যমদূতগণের প্রবেশ ও কুড়রামকে লইয়া প্রস্থান ]

বাপু, মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া, জীয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাকি করিতে! একটা জীয়ন্ত মানুষ যমালয়ে আনিয়া কারখানাটা দেখিলে ত? নাকে কাণে খত দাও, আর কখনও জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না।

ব্রহ্মা। যম! তোমার সব অকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তোমাকে একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি শ্রবণ কর। দেখ, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ম্মই সংহার। কিন্তু তাঁহার এমত অভিপ্রায় নহে, যে তাঁহার পরিচারকেরা কেহ অসঙ্গত সংহার করে। অকালমৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় যার পর নাই অসন্তুষ্ট। আর তুমি এম্‌নি অপরিণামদর্শী, যে অকালমৃত্যুই আজকাল তোমার প্রধান কর্ম্ম। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পরলোক-যাত্রার সকল উদ্যোগ। তাহার পুত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত কাষ্ঠ, তণ্ডুল, তৈল বস্ত্রাদি সকল সংগ্রহ করিয়াছিল; রূপার ষোড়শ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। রাজীব মরিতে অসম্মত; মরণের পরিবর্ত্তে পরিণয়ের জন্য ব্যাকুল। অনেক অনুসন্ধানের পর, তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের কেলিকুঞ্চিকা কন্যার সহিত উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। বর সজ্জার ভিতর একটি রূপার ষোড়শ ছিল। রাজীব শ্বশুরের মুখোজ্জ্বল হেতু তাহার পুত্রদিগের প্রস্তুত রূপার ষোড়শ গোপনে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিল, রূপার ষোড়শটী বরসজ্জা বলিয়া দান করিবেন। রাজীবলোচন অদ্যাপি জীবিত, কিন্তু মুমূর্ষু। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, অষ্ট প্রহর কেবল নব-বিবাহিতা বনিতার অলকায় দোল দিতেছে। যম, এই কি তোমার শাসন প্রণালী? এই কি তোমার দয়ানিধান

গম্ভীরস্বভাব মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা? তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর মূঢ়, পামর, অকর্ম্মণ্য।

যম। ব্রহ্মাদি দেবদেব, আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার কোন অপরাধ নাই। যে দুর্ঘটনা বর্ণন করিলেন, তাহা ভুলক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা। কাহার ভুল?

যম। বাণের ভুল।

ব্রহ্মা। বিশেষ করিয়া ভ্রমের বিবরণ ব্যক্ত কর।

যম। একদিন স্বকার্য্য সাধনান্তর সন্ধ্যাকালে, শমণবানটী মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎ শিমুল গাছের ডালে ঝুলাইয়া, সেইখানে শয়ন করিলাম। কিঞ্চিৎ পরে কন্দর্পভায়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও শ্রান্ত, আর গমন না করিয়া ঐ গাছের ডালে ফুলবাণটী ঝুলাইয়া শয়ন করিলেন। নিশি অবসান। আমার ও কন্দর্প ভায়ার তথনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। হঠাৎ বাবা মহাশয়ের রথ-চক্র-আভা আমাদিগের অঙ্গে লাগিল। আমরা ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। তাড়াতাড়িতে শমনবাণের সহিত ফুলবাণের বিনিময় হইয়া গেল। সেই দিন হইতে পৃথিবীতে মহা বিভ্রাট। কন্দর্পভায়া যুবক যুবতী দেখিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন আর তাহারা তদ্দণ্ডে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি মৃত্যুঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে বুড়া বুড়ীর প্রতি শর সন্ধান করি, কিন্তু তাহারা মরে না। বুড়ার রস উথলিয়া উঠে। আর বুড়ী শুষ্ক কাষ্ঠে কচি পাতার ন্যায়, অপ্‌সরা মনোরঞ্জন বেশ বিন্যাস করে।

বিষ্ণু। এর একটা প্রতিকার আবশ্যক। সভায় এ বিষয়ে বিশেষ রূপে আলোচনা কত্তে হ'বে। এখন সব আফিসের বেলা হয়েছে। চলুন, প্রত্যাবর্ত্তন করি। [ ত্রিমূর্ত্তির প্রস্থান ]

যম। চিত্রগুপ্ত, আজ বড় আনন্দের দিন। এস সকলে প্রাণ ভরিয়া আনন্দ করি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেছে।

চিত্র। আইস, সকলে আনন্দ করি। যে যেথানে আছ আইস। সবে আনন্দ কর।

( অপ্সরীগণের প্রবেশ ও নৃত্য )

অপ্সরীগণ।

আজি আনন্দ প্লাবন, কৃতান্ত ভবন, সুখে যেন ভাসিছে ;
সুরভি সুখবর্দ্ধন, গন্ধ প্রভঞ্জন অনুক্ষণ বহিছে।
বিরূপাক্ষ বিরঞ্চন, দেবকীনন্দন, পেয়ে প্রাণ হাসিছে ॥
শূল-সুদর্শন-ক্রঘন-তাড়ন,
করে, দুঃখ বিসর্জ্জন,
ক্লেশ ক্লান্তি নিমর্জ্জন,
সুখ শান্তি আনয়ন।
তাড়িত জীবন্ত জন, অন্তক-আনন, সুপ্রসন্ন ভাতিছে,
মধু নূপুরনিক্কণ, বীণ বিকম্পন, নটীগণ নাচিছে ;
আজি মদনালিঙ্গন, যামিনী যাপন, প্রাণ মন মাতিছে ॥

সম্পূর্ণ